আদি ও আসল

লজ্জাতুন্নেছা
তাবিজের কিতাব

দেওয়ান বুক ডিপো

আদি ও আসল

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

http://www.mcythoty piad.org.bd/forum

সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ [illegible] আজিজ

এম. এম.

ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস

কাসেমুল উলুম ফোরকানিয়া মাদরাসা, দেওবন্দ

মোঃ সবুজ হোসেন

পরিবেশনায়

চৌধুরী এণ্ড সন্স	দেওয়ান বুক ডিপো
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	ভিকটোরিয়া রোড, টাঙ্গাইল

প্রকাশক
মোহাম্মদ নোমান হোসেন চৌধুরী
চৌধুরী এণ্ড সন্স
৩৬ ও ৪৫ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ– ডিসেম্বর ১৯৯০ ইং
সংশোধিত সংস্করণ– ২০০০ ইং

হাদিয়া ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স
আইডিয়াল কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
সেতু অফসেট প্রিন্টার্স
৩৭ এম. আর. দাশ রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

রোগী ও রোগ নির্ণয়

আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে নানা ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু আছে। সর্বত্রই হাকীম, ডাক্তার, কবিরাজ ও রূহানী বা আত্মিক চিকিৎসকের অভাব নেই। প্রত্যেকেই নিজস্ব শাস্ত্রের বিধান মতে চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা পদ্ধতি যাই হোক, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী কথা হলো— চিকিৎসককে সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী হতে হবে। সর্বপ্রকার চিকিৎসা পদ্ধতিতেই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ

○ রোগীদের জন্য প্রথম উপদেশ হলো কুপথ্য হতে বিরত থাকতে হবে।

○ সর্বপ্রথম সংযম ও যথাযথ নিয়ম পালন দ্বারা রোগ প্রতিকারের চেষ্টা করবে।

○ এতে ফল না দর্শিলে বনজ ও ভেষজ ওষুধ এবং দেশীয় বনজ পদার্থে গঠিত ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করবে।

○ এতেও রোগারোগ্য না হলে খনিজ ও সামুদ্রিক পদার্থে প্রস্তুত ওষুধ প্রয়োগ করে দেখবে।

○ এতেও বিফল হলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত ওষুধ দ্বারা চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

অবশ্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির চিকিৎসকরা এক মহা ভুল করে থাকেন। তা হল, তারা সর্বপ্রকার রোগকে জড় ব্যাধি ধরে নিয়ে চিকিৎসা করেন। অথচ সব ব্যাধিই জড় ব্যাধি নয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় উপরি ব্যাধির অস্তিত্ব সপ্রমাণিত, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণ উপরি ব্যাধির অস্তিত্ব স্বীকার করার মত উদারতা প্রদর্শনে নারাজ। ফলে জড় ব্যাধি হলে তাদের চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রে ভাল ফল দিলেও উপরি ব্যাধির ক্ষেত্রে তা সাফল্যের মুখ দেখে না। বিপরীতে গাঁও গ্রামে এক শ্রেণীর মূর্খ ফকীর এবং ঝাড়ফুঁকদাতা চিকিৎসক আছে, তারা লোকের যে কোন রোগকে উপরি ব্যাধি সাব্যস্ত করে বাজে মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা আরোগ্য করার চেষ্টা চালায়। অথচ তাতে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে সব ব্যাধিই জড় ব্যাধি নয়, আবার সব ব্যাধি উপরি ব্যাধিও নয়। এ জন্য সর্বপ্রথম উচিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোন্ শ্রেণীর রোগ তা নির্ণয় করা। তারপর যেখানে যেরূপ রোগ দেখা যায় সেখানে সেরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ঃ রোগীকে সামনে রাখবে। স্ত্রীলোক হলে কোন মাহরাম দ্বারা পরীক্ষা করাবে।

বিসমিল্লাহর সাথে আয়াতুল কুরসী, সূরা ফাতেহা, সূরা কাফেরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস—এগুলো প্রত্যেকটি সাত বার করে পড়ে রোগীর শরীরে প্রতি বারে এক একটি ফুঁক দেবে। শেষ বারে ২/৩ বার রোগীকে ফুঁক দিয়ে ২/১ ঘন্টা অপেক্ষা করবে। জ্বিনের দোষ হলে রোগ খুব বেড়ে যাবে। তখন জ্বিনের চিকিৎসা করবে।

পূর্বাপেক্ষা কিছু কমে গেলে এবং পূর্ণ আরোগ্য না হলে বুঝতে হবে, তা যাদুর কারণ ঘটিত রোগ। তখন যাদু দূরীকরণের চিকিৎসা করবে।

আর যদি রোগের হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটে পূর্ববৎই থাকে, তবে তা জড় ব্যাধি। সুতরাং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, পরীক্ষায় কোন ধরনের রোগ ধরা পড়ছে না। কিন্তু অসুস্থ বোধ করছে, এমতাবস্থায় এ লোক বদনজ্বরগ্রস্ত মনে করে তার সেরূপ চিকিৎসা করবে। এভাবে চিকিৎসা করলে আল্লাহ্র রহমতে সুফল পাওয়া যাবে।

রোগী ও চিকিৎসকের প্রতি

○ ছোটখাট মামুলী অসুস্থতায় রোগী ও আত্মীয়-স্বজন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া ঠিক নয়। বিবিধ কারণে যে কোন সময় ছোটখাট নানাবিধ রোগব্যাধি দেখা দিতে পারে। অনেক সময় আবার তা আপনা হতেই দূর হয়ে যায়, চিকিৎসার দরকার হয় না।

○ সাধারণ অসুখে কখনো বড় ওষুধ ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। বড় ওষুধে রোগ নিরাময় না হলে পরে কোন ওষুধেই আর কাজ হয় না।

○ রোগ যত বড়ই হোক না কেন, রোগীকে কখনো হতাশ বা চিন্তাযুক্ত হতে দেবে না। খেদমতগারদেরও বেশী ব্যতিব্যস্ত হবার কারণ নেই। বিশেষত শিশুদের অসুখ-বিসুখে পিতা-মাতার কখনো কাতর এবং খুব অধৈর্য হতে নেই। অবশ্য সেবাযত্নে ত্রুটি করবে না।

আমাদের দেশে বহু অর্থলোলুপ চিকিৎসক রোগীকে এবং রোগীর মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজন ভীত করে তোলে। এ ধরনের ডাক্তার কবিরাজ ও হাকীমদের

কখনো ডাকতে নেই। জীবনের দায়িত্ব নিয়ে দয়ামায়ার সাথে যারা জাতির সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকেই ডাকবে। এদের দিকে আল্লাহর মদদও দ্রুত আসতে থাকে।

○ বিজ্ঞ ও সুচিকিৎসকের উপর ভক্তি বিশ্বাস রাখতে হবে। অনেক লোক আছে তারা কারো উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। তারা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। এ শ্রেণীর লোকদের চিকিৎসা সহজে আরোগ্য করাতে পারে না।

○ রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসকের সাথে উত্তম ব্যবহার এবং সদাচরণ প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য। তাদের মনে বিরক্তি বা ক্রোধের উদ্রেক হতে পারে এরূপ আচরণ কখনো করবে না।

○ চিকিৎসককে টাকা পয়সার ব্যাপারে নাখোশ করবে না। বরং যথোচিত ব্যবহার দ্বারা তাদেরকে খুশী রাখবে। তাদের নাখোশ করার অর্থ প্রকারান্তরে রোগীরই ক্ষতি করা।

○ চিকিৎসকের নিকট কখনো রোগ সম্পর্কিত কোন কথা গোপন করবে না। রোগ গোপন করার অর্থ নিজের জন্য বিপদ ডেকে আনা। আভ্যন্তরীণ কোন রোগে এক ওষুধ দীর্ঘ দিন ব্যবহারে কোন ফল না পেলে তা গোপন না করে চিকিৎসকের নিকট অকপটে প্রকাশ করবে। তখন প্রয়োজনে চিকিৎসক ওষুধ বদলে দিবেন।

○ বিশেষ কোন রোগে দীর্ঘ দিন ধরে একই ওষুধ ব্যবহার না করে মাঝে মাঝে ওষুধ পাল্টিয়ে ব্যবহার করা ভাল। নতুবা ঐ ওষুধ রোগীর স্থায়ী খাদ্য পথ্যের মত হয়ে যায় এবং রোগারোগ্যে অকেজো হয়ে পড়ে।

○ রোগীদের স্মরণ রাখতে হবে, পেটের রোগ অত্যন্ত মারাত্মক। বিশেষতঃ পায়খানা বন্ধ বা অনিয়মিত হওয়া প্রভৃতি রোগ অন্য বহু রোগ সৃষ্টি করে।

○ চিকিৎসকের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য, তারা মানব জাতির সেবক। মানুষের রোগব্যাধি মূলতঃ আল্লাহ্ তা'য়ালাই আরোগ্য করেন। উসিলা হিসাবে মানুষ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। কাজেই চিকিৎসকদের রোগীর প্রতি বিশেষ কর্তব্য আছে।

○ রোগী ও চিকিৎসকদের প্রতি শেষ কথা হলো, সকলেরই মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, রোগ দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'য়ালা, নিরাময়ও করবেন তিনি। ওষুধপত্র পার্থিব উসিলামাত্র। তাই একদিকে যেমন পার্থিব ওষুধ দাওয়াই ব্যবহার করবে, তেমনি রোগারোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে থাকবে–

سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ সুবা হা-নাকা লা- ইল্‌মা লানা ইল্লা মা আল্লাম্‌তানা ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ আলীমুল হাকীম।

প্রেম, ভালবাসা বা মহব্বতের তদবীর ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে জায়েজ তরিকায় মহব্বত করতে চায়, তবে সে ব্যক্তি সাতশত ছিয়াশিবার বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে প্রতিবারে এক গ্লাশ পানিতে ফুঁক দিবে। ঐ পানি যাকে মহব্বত করবে তাকে পান করাবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহব্বত পয়দা হবে।

ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীর

যদি কেউ কাউকেও মহব্বত করতে চায়, তা হলে নিম্নের নকশাটি লিখে মাদুলিতে ভরে ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা মহব্বত পাকাপোক্ত হবে। নকশা এই ঃ

৭৮৬

والذين	الله	كحب	يحبونهم
امنوا	والذين	الله	كحب
اشدحبا	امنوا	والذين	الله
لله	اشدحبا	امنوا	والذين

ভালবেসে বা মহব্বত করে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কেউ কাউকেও ভালবাসে, তবে নিম্নের নকশা কাগজে লিখে উভয়ের নাম লিখে কাপড়ে মুড়িয়ে যে কোন বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে বাঁধবে। আল্লাহর রহমতে যখন বাতাসে তাবিজ নড়াচড়া করবে তখন মাশুক ছুটে আসবে। নকশা এই ঃ

৭৮৬

٢٥	٥٣	٢٥٦	٢٤٣
٢٥٥	٢٤[illegible]	٢٤٩	٢٥٤
٢٤٥	٢٥٨	٢٥١	٢٤٨
٢٥٢	٢٤٧	٢٤٦	٢٥٧

ভালবাসতে রাজী না হলে তদবীর

যদি কেউ কারো উপর আশেক হয়, তা হলে মাশুকের ব্যবহারকৃত কাপড়ের একটি টুকরায় নিম্নের নকশাটি শনিবারে লিখে আগুনের ভিতর ফেলে দিবে। আল্লাহর রহমতে মাশুক পাগল হয়ে ছুটে আসবে। তবে নাজায়েজভাবে এ তদবীর করবে না। নকশা এই ঃ

٧٨٦

ع١١١٣	ع١١٩	ع٢١١٣	ع١١١٧
ع١٣١٩	ع٢١٩	ع٢١٩	ع١١١١
ع٩١٣	ع١٣	ع٩١١٢	ع١٢٩٩
ع٩١٣	ع٩٢١١	١٩١	ع١٩١١

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হবার জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি দুই টুকরা কাগজে লিখে একটি পানিতে ধৌত করে উক্ত পানি স্বামীকে পান করাবে এবং অপরটি মাদুলিতে ভরে স্ত্রীর হাতে বেঁধে ব্যবহার করবে। আল্লাহর কৃপায় উভয়ের মধ্যে মহব্বত গভীর হবে। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

ভালবেসে একান্ত কাছে পাবার তদবীর

যদি কেউ কাউকে মহব্বত করে এবং তাকে পেতে আকাঙ্খী হয়, তা হলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখে মাদুলিতে ভরে যাকে মহব্বত করে তার গৃহে দাফন করে রাখবে। আল্লাহর রহমতে মহব্বত সৃষ্টি হয়ে তাকে লাভ করবে। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

١٤	١١	٤	١٧
٥	١٦	١٥	١
١٩	٦	٩	١٢
٨	١٣	١٨	٧

فلان بن فلان

ভালবেসে মাশুককে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কারো উপর আশে হয়ে অধিক মাত্রায় অস্থির হয়ে পরে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে সলতা তৈরি করে তিলের তৈল মিসিয়ে জ্বালাবে আল্লাহর রহমতে কিছু দিনের মধ্যে মাশুককে পাবে।

নকশার নিচে প্রথম ফোলানের স্থানে আশেকের নাম এবং দ্বিতীয় ফোলানের স্থানে মাশুকের নাম লিখতে হবে। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

١١	٨	١	١٤
٢	١٣	١٢	٧
١٦	١٣	٦	٩
٥	١	١٥	٤

فلان بين فلان

প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের পরীক্ষিত তদবীর

আশেক ও মাশুকের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি এবং মিলনের জন্য এ তদবীরটি পরিক্ষিত এবং আশ্চার্য রকমের ফলদায়ক। ইহা চার প্রকারের বা নিয়মে করা যায়।

প্রথম নিয়ম ঃ এই নকশা কাগজে লিখে মাদুলিতে ভরে ডালিম গাছে ঝুলিয়ে বেঁধে দিবে। বাতাসে যখন এই নকশা নড়াচড়া করবে তখন মাশুক মিলবার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ এ নকশাটি লিখে মাদুলিতে ভরে যে কোন ময়দানের মধ্যে দাফন করে রাখবে। ইনশাআল্লাহ অল্প দিনের মধ্যে মাশুককে পাবে।

তৃতীয় নিয়ম ঃ এ নকশা লিখে গমের আটা দ্বারা ভিতরে নকশা দিয়ে গুলি বানিয়ে একুশ দিন পর্যন্ত সকাল বেলা নদীতে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে মাশুক মিলবার জন্য পাগল হয়ে যাবে এবং তাকে পাবে।

চতুর্থ নিয়ম ঃ এই নকশা লিখে সলিতা তৈরি করে একুশ দিন পর্যন্ত জ্বালাবে। সলিতার মুখ মাশুকের বাড়ীর দিকে রাখবে। ইনশাআল্লাহ তায়ালা অল্প দিনের ভিতরে মাশুককে লাভ করবে। নকশার নিচে ফলানের স্থানে আশেক মাশুকের নাম লিখতে হবে। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

احد	الله	هو	قل
يلد	لم	الصمد	الله
ولم	لد	يو	ولم
احد	كفوا	له	يكن

فلان بين فلان

ভালবাসার বা আসক্তিত ব্যক্তিকে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কারো উপর আসক্ত হয়ে পরে এবং তাকে কাছে পেতে চায় তবে নিম্নোক্ত নকশাটি চিনা মাটির বর্তনে লিখে পানিতে ধৌত করে ঐ পানি যার উপর আসক্ত হয়েছে, তাকে পান করাবে। আল্লাহর রহমতে কামিয়াব হবে। নকশা এই ঃ

٧٨٦

٢٤٠١	٤١	٨	ك
٧	٢١	ر	٤٢
٢٢	ى	٢٩	١٩٩
		٢	٣

فلان بن فلان

গভীর প্রেমের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাউকেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায় কিংবা স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে মহব্বত বৃদ্ধি করতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি মেশক ও জাফরান গোলা কালি দ্বারা লিখে নকশার নীচে লিখতে প্রথম ফলনের স্থানে প্রেমিকার নাম ও দ্বিতীয় ফলানের স্থানে তার মায়ের নাম লিখবে। তারপর এক গ্লাস দুধের মধ্যে উক্ত নকশা গুলে দুধের ভিতর তিনবার কুলি করে পান করাবে। তিনদিন অথবা সাতদিন পর্যন্ত এ নিয়মে পান করাবে।

কিন্তু এ আমল করবার পূর্বে চল্লিশদিন পর্যন্ত নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে আটার ভিতরে ভরে গুলি বানিয়ে সমুদ্রে অথবা নদীতে নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর প্রেমিককে দুধ পান করাবে। নকশাটি এই ঃ

١١١   ١١١   طہے لدے

٨	٢	١٠
٩	٧	٤
٣	١١	٦

على حب فلان بنت فلان

গভীর প্রেমের দ্বিতীয় তদবীর

প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে ভালবাসা বাড়াবার জন্য অথবা উভয়ের মিলনের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি পানিতে গুলিয়ে ঐ পানি উভয়কে পান করাবে। অথবা মাদুলিতে ভরে উভয়ের হাতে ব্যবহার করবে। ইহা পরীক্ষিত আমল। নকশা এই ঃ

৭৮৬

١	٢	٨
٤	٧	٩
٦	١١	٣
فلان	فلان بن	على حب

কোন যুবতীকে ভালবাসায় জড়ানোর তদবীর

যদি কোন যুবক কোন যুবতীকে ভালবাসে এবং তাকে পেতে চায়, তবে সেই যুবতীর ব্যবহৃত জামা এনে তাতে শনিবার দিন আসর নামাজের পরে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে সলিতা বানিয়ে কালো গভীর দুধের ঘৃত দ্বারা জ্বালাবে। আল্লাহর রহমতে তৎক্ষণাৎ উক্ত যুবতী ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসবে। এ তদবীর পরীক্ষিত। সাবধান কোন অবস্থায়ই ইহা নাজায়েজ কার্য্যে ব্যবহার করবে না। নকশাটি এই ঃ

৭৮৬

صه	الله	يا رحيم	٢٣٣١	غفور	
هوأ					
م م عه					
فيه ٥١٠٥٥					

ـه ـر ـط ـع ـصع

ـم ـنه ـله ـه ـه

প্রেমিককে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন যুবতী কোন যুবকের প্রেমে হাবুডুবু খায় এবং তাকে পেতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে গাওয়া ঘৃত দ্বারা কাজল বানিয়ে চোখে লাগিয়ে প্রেমিকার নিকট উপস্থিত হলে, সে পাগল হয়ে তার নিকট ছুটে আসবে। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

و	١١	١	١١
حدودو	٢	٧	١٢
٩ر	دوع	٩	٦
٢٠	ع	٤	عوع

على حب فلان بن فلان

প্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার তদবীর

কোন যুবক কোন যুবতীর প্রতি আশেক হলে নিম্নোক্ত তাবিজ বকরীর চামড়ায় লিখে মাশুকের ঘরের মাটিতে পুতে রাখবে, আল্লাহর রহমতে সে পাগল হয়ে ছুটে কাছে আসবে। তাবিজ এই ঃ

١١ طط لله هم ج ح ح ط ع ع طا طا طا حسا حسا حسا رص
رص رص لا لا لو لوددد ى ى -

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি করবার জন্য নিম্নোক্ত নকশা লিখে উহার নীচে স্বামীর নাম তার মায়ের নাম ও পিতার নাম লিখে মাটির গুলি বানিয়ে তার মধ্যে উক্ত তাবিজ ভরে আগুনে জ্বালাবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ের মধ্যে মহব্বত গার হবে। নকশা এই ঃ

٧٨٦

١٦	١٠	٢٢	٩
٢١	١٥	ها	٢٥
١١	٢٤	١٧	١٤
١٠	١٣	١٢	٢٣

প্রেমিকাকে প্রেমে পাগল করবার তদবীর

মহব্বত বেশী হবার জন্য নিম্নোক্ত এসেম সাতবার পাঠ করে আনারের পুস্পের উপর দম করে প্রেমিকার হাতে দিলে, সে প্রেমে উম্মাদিনী হয়ে যাবে। এসেম এই : جلد جلد جلد كلد بوليت هوا ها -

প্রেমিককে প্রেমে পাগল করবার তদবীর

ভালবাসা বৃদ্ধি করবার জন্য কোন সুগন্ধিযুক্ত বস্তুর উপর নিম্নের আয়াত এক হাজার বার পাঠ করে ফুক দিয়ে যে যুবককে ভালবাসে তাকে খাওয়ালে সে পাগলের মত দৌড়িয়ে আসবে। আয়াত এই :

اخر احمد مصطفے صلى الله عليه وسلم ياحكر فلا لعادله شبئ من خلقه حب فلان بن فلان -

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য কোন স্ত্রীলোক নিম্নোক্ত নকশা লিখে সঙ্গে ধারণ করলে স্বামী ভৃত্যের ন্যায় বশে থাকবে আর স্বামীর সাথে রাখলে স্ত্রী বাদীর মত তার হুকুম পালন করবে। নকশা এই :

৭৮৬

لو لو	٣	اوود
وصلے	هيمو	وهى
مع	منع	واو

ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

যদি নেক নিয়তে কোন মেয়েলোককে প্রেমে আবদ্ধ করতে ইচ্ছা হয়, তবে নিম্নোক্ত নকশা লিখে পাগড়ী অথবা টুপীর মধ্যে রেখে সাথে ধারণ করবে। ইনশাআল্লাহ বাসনা পুরা হবে। নকশা এই :

৭৮৬

ياسلام	ياوهاب	ياوهاب	ياجامع
يا معيد	ياجامع	يا رحيم	ياالله
يا حميد	ياواسع	يا باعث	يا محسى
ياجامع	يا مجيب	يامجيب	يا مجيب

على حب فلان بن فلان + ٩١١,١١٧٨٦ + ١٣٢١١٧٨٥ع

অবাধ্য নারীকে বাধ্য করবার তদবীর

কোন মেয়েলোককে অধিন করতে চাইলে সূর্যোদয়ের সময় নিম্নোক্ত নকশা হাতের উপর লিখে উক্ত মেয়েলোককে সালাম দিলে সে বাধ্য হয়ে যাবে। নকশা এই :

١١ ١١ ١٥ ١١ ٨٨١٢١ ١١ح و ك ار٤ رط ر٢٨٨١١

١١ره فلان بن فلان الساعة الساعة الساعة

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য দূর করবার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে, কিংবা ঝগড়া হলে বৃহস্পতিবার দিন নিম্নোক্ত তাবিজ লিখে স্বামীর সাথে ধারণ করলে, উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মিবে। নকশা এই :

৭৮৬

العلى	الا بالله	ولاقوة	لاحول
سر	العب	تجفد	العظيم
ع	هم	وجو	هيا
١	١٠	ق	س

على حب فلان بين فلان

কর্কশ বা রুক্ষ স্বভাবের স্বামীকে নম্র স্বভাবের করবার তদবীর

স্বামী কর্কশভাষী বা রুক্ষ স্বভাবের হলে, নিম্নোক্ত নকশা সোমবার দিন সকালে লিখে জঙ্গলে মাটির মধ্যে পুতে মাটি জমাট করে জুতা মারবে। নকশা এই :

৭৮৬

٤٤	٢٥	٢	٧
٦	٤	٢٤٧	٢٤٩
٢٤٩	٢٤٤	٨	١
٤	٥	٢٤٥	٢٤٨

ভালবাসা বা মহব্বত সৃষ্টির তদবীর

কোন মেয়েলোককে মহব্বত করতে ইচ্ছা করলে এবং তাকে পেতে বাসনা করলে, নিম্নোক্ত নকশা পানের উপর লিখে খাওয়াইয়া দিলেই, অতি সহজে তার মহব্বতে আসবে। নকশা এই ঃ

هو لا ك ج د

ـــــــــــــــــ

ل س م ح ط ح

যুবতীকে বশীভূত করবার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি যায়েজমতে কোন যুবতীকে নিজের বশীভূত করতে চায় বা বিবাহ করতে বাসনা রাখে, তবে নিম্নের তাবিজ লিখে তাবিজের ভিতরে ঐ যুবতীর নাম ও তার মায়ের নাম এবং ঐ ব্যক্তির নাম ও মায়ের নাম লিখতে হবে। অতঃপর এ তাবিজ মাটির মধ্যে পুতে রাখতে হবে। স্মরণ রাখবে এ তাবিজ মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময় লিখতে হবে। তাবিজ এই ঃ

٩١٦ ١١ ١١ ١١ ١١١ سحهاد يامريد احعا ها سا لاخذ حتى تاتى فلان بنت فلان الى فلان بنت فلان ونفخ فى الصور فشعق من فى السموات والارض الا ماشا، ثم نفخ فيه اجوى فاناهم قيام ينظرون عجل الله الواحا الله ـ لطورانهم سابقون ـ

যুবতীকে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করবার তদবীর

যদি কোন লোক যুবতীর প্রেমে পড়ে থাকে এবং তাকে যায়েজ মতে পেতে চায়, তা হলে নিম্নের নকশাটি লিখে মাশুকের ঘরে অথবা সে যেখানে চলাফিরা করে সেখানে পুতে রাখবে। আল্লাহর রহমতে বাসনা পূর্ণ হবে। নকশা এই ঃ

٧٨٦

١٨	٤٨	٦
١٢	٢٤	٢٦

٣ الحب الحب ٢٤ العجل العجل

الساعة الساعة الحب فلان بين فلان

যুবককে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করবার তদবীর

যদি কেউ কাউকেও মহব্বত করে, তবে নিম্নের তাবিজটি কাগজে লিখে মাদুলিতে ভরে মাহবুবের চলাচলের পথে মাটির মধ্যে পুতে রাখবে। আল্লাহর রহমতে অল্প দিনের ভিতরে মনের বাসনা পুরা হবে। তাবিজটি এই ঃ

ححح ٣١ ١٧ ١١١ ١١ ٤ ١١ ٨١٣١٨

ভালবেসে মনের আশা পূর্ণ করবার তদবীর

নিচের নকশাটি কাগজে লিখে নতুন তুলার সাথে মাশুকের চুল ও এই তাবিজ একত্রে মিলিয়ে চেরাগে জ্বালাবে। আল্লাহর রহমতে অল্প দিনের মধ্যে মনের কামনা পূর্ণ হবে। নকশা এই ঃ

٥٧ ددد ٨ ١١١ ٢٩٢٩ ١١١ ٧٧ ١١ ١١

বশীভূত করবার তদবীর

যদি কারো প্রতি কোন লোক আসক্ত হয় এবং তাকে বশীভূত করে পেতে চায়, তা হলে নিচের নকশাটি কাগজে লিখে লাল তুলা দিয়ে মোড়িয়ে আগুনে জ্বালাবে এবং জালাবার সময় মাশুকের বাড়ীর দিকে মুখ করে বসবে। নকশা এই ঃ

ححح ٣١ ١٧١ ١١ ١١ ٤١١٨١٣١٨

কাউকে প্রেমে আবদ্ধ করবার তদবীর

যদি কারো প্রতি কোন লোক আসক্ত হয় এবং তাকে বশীভূত করে পেতে চায়, তা হলে নিচের নকশাটি কাগজে লিখে লাল তুলা দিয়ে মোড়িয়ে আগুনে জ্বালাবে এবং জালাবার সময় মাশুকের বাড়ীর দিকে মুখ করে বসবে। নকশা এই ঃ

٥٧ ررر ٨١١ ٢٩٢٩ ١١١ ٧٧ ١١ ١١

কোন নারীকে আধীনস্ত করবার তদবীর

যদি কোন লোক কোন নারীকে ভালবেসে বিবাহ করতে বাসনা করে, আর ঐ নারী এতে রাজী না হয়, তবে নিম্নের তাবিজ লিখে পানিতে গুলিয়ে ঐ পানি তাকে পান করাবে, এতে অপারগ হলে যে কোন খাবার বস্তুতে ঐ পানি মিশিয়ে খাওয়াবে। আল্লাহর রহমতে ঐ নারী প্রেমে পাগলিনী হয়ে বিবাহে রাজী হবে।

মহব্বত করে বিবাহ করবার তদবীর

ع ع

ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج
فلان بن فلان علي بنت فلان
حاضر ايدن شد بدوستى فلان
ج ج

ع ع

প্রথম ফলানে আশেকের নাম দ্বিতীয় ফলানে তার পিতার নাম তৃতীয় ফলানে মাশুকের নাম চতুর্ত ফলানে মাশুকের মায়ের নাম লিখতে হবে। মাশুকের বিবাহ করবার তদবীর হবে।

মাশুককে বিবাহ করিবার তদবীর

কোন পুরুষ লোক যদি কোন নারীর উপর আশেক হয়, আর তাকে বিবাহ করতে বাসনা করে, তবে নিম্নোক্ত নকশা জাফরানের কালি দিয়ে লিখে তাতে খুশবু মিশিয়ে মাদুলিতে ভরে পুরুষ লোক সঙ্গে ব্যবহার করবে। অথবা কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে এমনিভাবে বেঁধে যেন, বাতাসে কবজ নড়াচড়া করে। আর গাছের নিকট যেন কোন গছা না থাকে। আর নকশার মধ্যে ফলান এবনে ফলানের স্থানে আশেকের নাম ও তার পিতার নাম লিখিবে। আর ফলান বিনতে ফলানের স্থানে মাশুকের নাম এবং তার মায়ের নাম লিখতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে অল্প দিনের ভিতরে উভয়ের মিলন হবে। আইন হরফ ৪৫টি এবং ছোয়াদ হরফ ১৪টি লিখতে হবে। নকশা এই ঃ

ص ص ص

ع ع	لحب فلان بن فلان على حب فلان بنت فلان	ع ع

যদি কোন লোক কারো প্রেমে অস্থির হয়ে পড়ে এবং তাকে কাছে পেতে চায়, তা হরে নিম্নে লিখিত তাবিজ দৈনিক একটি করে সাত দিনে সাতটি তাবিজ ফিতায় লিখে সলিতা বানিয়ে যাকে পেতে চায়, তার বাড়ীর দিকে মুখ করে জ্বালাবে। প্রত্যহ একই সময় একইস্থানে বসে এ আমল করবে। আল্লাহর রহমতে ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী যেখানেই থাকুনা কেন, মিলিত হতে বাধ্য হবে। তাবিজ এই ঃ

শনিবার দিন হতে শুরু করে শুক্রবার দিন পর্যন্ত জ্বালাবে।

শনিবার– ١١ ١ ١١ ١١ ٨٧ ط١١ ١١ ٧١١ ١١

রবিবার– ١ ١١ ٨١٩ ١١٧ ١١ ٨ط١٤ ١١

সোমবার– ط ١١١ ٩ط ١١ ١ط١ ١١ ٧١ ط ١١ ع

মঙ্গলবার– ١٧ ط ٢١ ط٢ ١١ ط ١٦

বুধবার– ٩٦ ط ١١ لط٩ ١١

বৃহস্পতিবার– ١١ ط ١١١ طلط ١١ ١١، ٢١ ١١ ط١

শুক্রবার– ٣ ٩ ١١ ر٩ ال هـ ١١ ولا ع١١

অবাধ্য স্বামীকে বাধ্যকরবার তদবীর

স্বামী স্ত্রীর উপর অবাধ্য হলে নিম্নের নকশা লিখে উহার নীচে স্বামীর নাম ও তার মায়ের নাম লিখে স্ত্রী ডান হাতের বাজুতে বান্ধিবে। যেই চাঁদ রবিবারে আরম্ভ হয়, সেই রবিবারে এই তাবিজ লিখে ব্যবহার করবে। নকশা এই ঃ

٧٨٦

٥	٦	٧	ع
و	ى	٨	ط
ى ٥	ن	٦	١

فلان بنت فلان

জরুরী আয়াতসমূহ

কতিপয় জরুরী আয়াত– যেগুলো এ খণ্ডে তাবিজ ও তদবীরের ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে উল্লেখ হবে। আমলকারী সহজে পাওয়ার জন্য তা এখানে লেখা হচ্ছে।

১। আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ. لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ. مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ. یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ.

২। আয়াতে শেফা

(١) وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (٢) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ (٣) يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (٤) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٥) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (٦) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ـ

৩। আয়াতে সালাম

(١) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ (٢) سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ (٣) سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ (٤) سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ (٥) سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ (٦) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ (٧) سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

৪। সূরা ফাতিহা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ اٰمِيْنَ ـ

৫। সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

৬। সূরা ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ـ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ـ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

৭। সূরা নাছ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ـ

৮। সূরা হাশরের শেষ ৪টি আয়াত

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

৯। সূরা মুমিনূনের শেষ ৪ আয়াত

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ـ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ـ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ـ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ ـ

১০। সূরা জ্বিনের প্রথম ৪ আয়াত

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ـ يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ـ وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ـ وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ـ

১১। সূরা সাফ্‌ফাতের প্রথম ১০ আয়াত

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ـ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ـ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ـ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا ـ اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ

১২। সূরা হুদ ও সূরা মূলকের পানি নির্গত আয়াত

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ

১৩। আসহাবে কাহফ

اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَا كَشْفُوْطَطْ طَبْيُوْنُسْ كَشَافَطَيُوْنُسْ اَذَافَطْيُوْنُسْ يُوَانِسْ بُوْسْ وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيْرٌ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ ـ

১৪। চেহেল কাফ

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنَ كَانَ مِنْ كُلَكِ تَكِرُّ كُرًّا كَكَرِّ الْكَرِّ فِىْ كَبْدٍ تَحْكِىْ مَشَكْشَكَةٍ كَلُكَلُكِ لَكَكِ كَفَاكَ مَابِىْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتَهٗ يَاكَوْكَبًا كَانَ تَحْكِىْ كَوْكَبَ الْفَلَكِ ـ

১৫। সূরা ইনশিক্কাকের ৫ আয়াত

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ

মাথা বেদনার চিকিৎসা

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ যে কোন রকম মাথা ব্যথা, মাথা ধরা, আধ কপালে মাথা ব্যথা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত তাবিজটি বিশেষ ফলদায়ক।

يَا اَللّٰهُ

○ ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা রোগীর মাথা এবং ললাটের বাম পার্শ্বের রগ আর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাথার ডান দিকের রগ চেপে ধরে বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিবে। এভাবে তিন বার করবে। আয়াত এই- لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ হতে اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ পর্যন্ত।

○ সূরা নাসর ও নিম্নের দোয়া দ্বারা তাবিজ লেখে মাথায় ধারণ করলে মাথা ব্যথা দূর হয়। দোয়া এই—

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ ـ

সর্দি রোগের চিকিৎসা

বেশী ঠাণ্ডা পানি, অধিক শীত, বেশী ক্রন্দন, নাসিকা পথে ধুলাবালি ও ধোঁয়া প্রবেশ, দিবা নিদ্রা, অধিক রাত জাগণ কিংবা অজীর্ণের কারণে মাথায় শ্লেষ্মা ঘনীভূত হয়ে সর্দি সৃষ্টি করে। একে মস্তিষ্কের রোগ বলা হয়।

সর্দি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো, মাথা ভার হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মুখ ও নাক দিয়ে পানির মত বের হতে থাকে।

তদবীরে চিকিৎসা

অনেক লোকের সর্বদাই সর্দি লেগে থাকে। এ জাতীয় সর্দি সহজে আরোগ্য হয় না। কিছু সরিষার তেল ও পানিতে কোরআন পাকের তেত্রিশ আয়াত পড়ে ফুঁক দিয়ে সে তেল কয়েক দিন গোসলের পূর্বে মাথায় ও সর্বশরীরে মালিশ করবে। তারপর পানি দিয়ে গোসল করবে।

উন্মাদনা রোগের চিকিৎসা

○ এক পোয়া খাঁটি সরিষার তেল এবং এক বোতল পানিতে তেত্রিশ আয়াত দু'বার পড়ে দু'বার দম করবে। প্রত্যহ সকাল বিকাল ঐ তেল রোগীর আপাদমস্তকে ভাল করে মালিশ করবে এবং পড়া পানির সাথে আরো পানি মিশিয়ে তেল মালিশের অর্ধ ঘন্টা পর রোগীর মাথায় ঢালতে থাকবে। অন্ততঃ পনের বা বিশ কলস পানি ঢালবে, যাতে রোগীর মধ্যে শীত শীত ভাব জেগে উঠে ; তারপর শরীর মুছে ঐ পড়া তেল মাথায় দিবে। এরূপ দু'সপ্তাহ আমল করবে।

○ একটি পেঁচা পাখী জবাই করে মাটিতে রাখলে দেখবে, সেটির একটি চক্ষু বন্ধ এবং অপরটি খোলা। তখন বন্ধ চক্ষুটি নিয়ে ছোট একটি শিশি বা কৌটার মধ্যে ভরে রোগীর অনামিকা আঙ্গুলের সাথে বেঁধে রাখবে। এতে অত্যধিক ঘুম হবে এবং তা বিশেষ ফলপ্রদ।

○ স্বাস্থ্যবতী-গাভী দোহনকালে ঈষৎ গরম অবস্থায় ঐ দুধ রোগীকে প্রত্যহ সকালে পান করাবে।

○ তেত্রিশ আয়াত পাঠ করে দৈনিক অন্ততঃ দু'বার রোগীকে দম করবে।

○ মেশক, জাফরান ও গোলাপ জলের কালি দ্বারা চীনা মাটির বরতনে আয়াতে শেফা লেখে রোগীকে অন্ততঃ সাত দিন সকাল বিকাল তা সেবন করাবে।

○ তেত্রিশ আয়াত ও আয়াতে শেফার তাবিজ লেখে রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

○ নিম্নোক্ত আয়াত লেখে বালিশের মধ্যে ভরে ঐ বালিশে রোগীকে শয়ন করাবে। এটা বিশেষ কার্যকর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُوْدٌ ـ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ مُوْمٌ دَخْ هَيًّا مُوْدَخٌ ۞ لَاطًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

উল্লিখিত সাতটি নিয়ম এক সাথেও আমল করা যেতে পারে। আশা করা যায়, এতে রোগী আরোগ্য লাভ করবে এবং তার স্বাস্থ্য ও শক্তি বহুগুণে উন্নত হবে।

সুপথ্য ঃ উন্মাদ রোগীর জন্য পুরাতন চালের ভাত, মুগ ডাল, পটল, পুরানো কুমড়া, দুধ, ঘি, নারিকেল, কিশমিশ, বেল, কাঁঠাল ইত্যাদি হিতকর।

কুপথ্য ঃ করলা, উচ্ছে এবং অন্যান্য যে কোন তিক্ত তরকারি নিষিদ্ধ। স্ত্রী সঙ্গম দূষণীয়।

মৃগী রোগের চিকিৎসা

রোগের লক্ষণ ঃ কিছু দিন বাদে বাদে অর্থাৎ সপ্তাহ, মাস, বছর অন্তে হঠাৎ বেহুশ বা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। কারো কারো মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়। হাত, পা, পিঠ বাঁকা হয়ে ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ নিম্নোক্ত তাবিজটি ভোজ পাতায় লেখে ধারণ করলে মৃগী রোগ আরোগ্য হয়।

حلولو	بهرحوس	دحومرصر
ملوحسن	وسطوس	بهو
دربارطا	وحلود	نالس
بولرس	ملوس	واميد
بتادار خلوثو	عرب	ساده زرعه

○ সম্পূর্ণ সাদা রংয়ের মোরগের রক্ত দ্বারা শনিবার ভোরে নিম্নোক্ত তাবিজ লেখে গলায় ব্যবহার করলে এবং ঐ মোরগের গোশত খেলে এ রোগ ভাল হয়। সাদা মোরগের রক্তের বদলে জাফরান কালি দ্বারাও তাবিজ লেখা যাবে। তাবিজ এই—

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াত লেখে তাবিজরূপে ব্যবহার করলেও এ রোগে ফল দর্শিবে। আয়াতটি এই—

رَبِّ اَنِّى مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ رَبِّ اِنِّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

সাবধানতা ঃ মৃগী রোগীকে কখনো উচ্চস্থানে আরোহণ করাবে না। আগুন, পানি হতে সর্বদা দূরে রাখবে।

সুপথ্য ঃ এ রোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে উন্মাদ রোগীদের অনুরূপ পথ্য খেতে দেবে এবং অনুরূপ কুপথ্যসমূহ দিতে বিরত থাকবে।

দৃষ্টিশক্তিহীনতার চিকিৎসা

চোখের দৃষ্টিশক্তিহীনতা নানা প্রকারের হয়। কেউ কেউ দূরের জিনিস দেখে, নিকটের জিনিস দেখে না। কেউ কেউ নিকটের জিনিস দেখে দূরের জিনিস দেখে না। অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেলে চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। তবে

প্রথম বা মধ্যম বয়সে এ রোগ দেখা দিলে সুচিকিৎসায় ফল পাওয়া যায়। চক্ষুর ভিতর পর্দা বা ছানি পড়ে গেলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাবে।

○ কিছুদিন নিয়মিত কতক্ষণ পানির স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

○ সূর্যোদয়ের পূর্বে নাক দ্বারা পানি টানবে।

○ হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, গোলমরিচ, বহেরার শাঁস, শঙ্খনাভী ও মনছাল সমপরিমাণ ছাগল দুধে পিষে তাতে সামান্য পানি মিশিয়ে কবুতরের পালক কিংবা অন্য নরম জিনিস দ্বারা চক্ষের ভিতর লাগাবে। এতে রাতকানা, চোখের সাদা বর্ণ ইত্যাদি আরোগ্য হয়।

তদবীরে চিকিৎসা

○ প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরয নামায বাদ يَانُور (ইয়া নূরু) এগার বার পড়ে চক্ষুতে ফুঁক দিবে অথবা অঙ্গুলিতে ফুঁক দিয়ে চোখে বুলাবে।

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাবিজ লেখে শরীরে বেঁধে ব্যবহার করলে চক্ষু রোগ ও সর্বরকম মাথা ব্যথা আরোগ্য হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ . اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ . اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ . نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ . يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ . وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ .

○ নিম্নোক্ত দোয়া ভোজ পত্রায় লেখে চোখের উপরিভাগে কপালে বেঁধে রাখবে। এতে চক্ষু রোগ ভাল হয়। দোয়াটি এই—

اَيُّهَا الرَّمَدُ الرَّمُوْدُ التَّمَسُّكُ بِعُرُوْقِ الرَّأْسِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِتَوْرَاةِ مُوْسٰى وَاِنْجِيْلِ عِيْسٰى وَزَبُوْرِ دَاؤُدَ وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ .

○ চার قل প্রত্যেকটি একবার করে পড়ে পানিতে দম করে ঐ পানি দ্বারা দৈনিক তিন বার চক্ষু, মাথা ও মুখমণ্ডল ধৌত করবে।

○ নিম্ন দোয়া ৩ বার পড়ে চোখে দম করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দোয়া এই—

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد . سلام قولا من رب رحيم .

○ গোলাপ পানি ও সুরমায় তেত্রিশ আয়াত পড়ে দম করতঃ একটি শলাকা প্রথমতঃ গোলাপ পানিতে ভিজিয়ে পরে তাতে একটু সুরমা লাগিয়ে দৈনিক চার পাঁচ বার তা চোখে লাগাবে।

○ সরিষার তেল ও পানিতে ৫ নং আয়াত তেত্রিশ বার পড়ে দম করতঃ গোসলের পূর্বে ঐ তেল সর্বাঙ্গে মালিশ করবে। তেল শরীরে শুকিয়ে গেলে পড়া পানি দিয়ে উত্তমরূপে গোসল করবে। এতে চোখের ঝাঁপসা দৃষ্টি দূর হয়।

নিয়ম কানুন ঃ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করবে, ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করবে। নিয়মিত নিদ্রা যাবে। এ রোগে পিঁয়াজ, মরিচ, আদা ইত্যাদি সুপথ্য। কিন্তু অনিদ্রা এবং রাত জাগরণ ক্ষতিকর।

নাসিকা রোগের চিকিৎসা

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নের আয়াত ললাটে লেখে দিলে নাকের রক্ত পড়া বন্ধ হয়। আয়াত এই— لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নের আয়াতের তাবিজ লেখে মাথায় ধারণ করবে–

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ হতে وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ . وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ . পর্যন্ত।

জিহ্বার রোগের চিকিৎসা

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ শিশুর জিহ্বায় এক রকম সাদা আবরণের মত পড়ে, একে ল্যাচা রোগ বলে। এরোগে বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত আয়াত দশ বার পড়ে মাখন কিংবা তিল তেলের উপর ফুঁক দিয়ে তা জিহ্বার উপর আস্তে আস্তে মালিশ করবে। আর যদি শিশুর পেটে কোন অসুখ থাকে, তবে সূরা ক্বদর একবার পড়ে একটু গরম পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি পান করাবে। আল্লাহর রহমতে পেটের অসুখ ভাল হবে এবং জিহ্বার ল্যাচাও কমে যাবে।

আয়াত এই—

رَبِّ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ . مُسَلَّمَةٌ لَّا شِیَةَ فِیْهَا .

○ কারো তোতলামি রোগ থাকলে জাফরান, কস্তুরী ও গোলাপ পানির কালি দ্বারা চীনা বরতনে একাধারে চল্লিশ দিন পুরা সূরা বনী ইসরাঈল লেখে সেবন করাবে।

○ ফজর নামাযের পর একটি পবিত্র পাথরের টুকরা মুখের ভিতর রেখে নিম্নোক্ত দোয়াটি ১০০ বার পাঠ করলে তোতলামি দূর হয়। দোয়াটি এই—

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ .

দন্ত রোগের চিকিৎসা

দাঁতের গোড়ায় ও দু'দাঁতের মধ্যস্থলে কখনো ময়লা জমতে দেবে না। দাঁতের গোড়ায় বা ফাঁকে কোন খাদ্য কণা আটকে গেলে মেসওয়াক ইত্যাদির মাধ্যমে তা সরাবে।

মেসওয়াকের অনেক উপকারিতা রয়েছে। যথা— ○ গলা ও মুখের শ্লেষ্মা দূর হয়, ○ দাঁত মজবুত হয়, ○ মুখের দুর্গন্ধ নাশ হয়, ○ মৃত্যু কষ্ট কম হয়। পক্ষান্তরে ব্রাশ ব্যবহারে দাঁতের অনেক ক্ষতি হয়। যথা—দাঁতের মাড়ি নষ্ট হয়। দু'দাঁতের মধ্যস্থলে ফাঁক হয়। দাঁতের গোড়া মাংসহীন হয়ে পড়ে।

মুখের দুর্গন্ধ নাশের উপায় ঃ অনেকের দাঁত-মুখ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও মুখে দুর্গন্ধ থাকে। এর কারণ তার পেট ও পায়খানা পরিষ্কার না থাকা। এর চিকিৎসা করলেই মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে।

প্রতিকার ঃ সমপরিমাণ রসুন ও লবণ বেটে ভোরে খালি পেটে খেলে সুফল পাওয়া যাবে। সব সময় এলাচি, লবঙ্গ এবং দারুচিনি কিংবা সুঘ্রাণযুক্ত জর্দা মিশ্রিত পান খেলে সাময়িক চিকিৎসা হয়।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালা রোগের চিকিৎসা

কফ ও মেদঘটিত কারণে গলা ফুলে উল্লিখিত রোগ দু'টি দেখা দেয়।

প্রতিকার ঃ ○ সিঁদুর ও সরিষার তেল মিশিয়ে মালিশ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

○ শ্বেত সরিষা, সজিনা বীচি, যব ও মসিনা ইত্যাদি অম্ল ঘোলের সাথে বেটে কিছু দিন গলায় প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

○ গলায় ঘা (টনসিল), ক্যানসার প্রভৃতি রোগ দেখা দিলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা ব্যবস্থা করাবে।

○ গলায় মাছের কাঁটা বিধলে কয়েকবার নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ে ফুঁক দিবে। দোয়া এই— فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِیْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ

বক্ষ রোগের চিকিৎসা

○ বক্ষে সদা সর্বদা খাঁটি সরিষার তেল মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়।

○ গলা বসে গেলে বা কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেলে হরীতকী ও বিপুল চূর্ণ মুখে রাখলে ফল পাওয়া যায়।

○ বক্ষে শ্লেষ্মা জমলে বা কিছু শুকিয়ে থাকলে বাসক পাতা লবণের সাথে জ্বাল দিয়ে ঈষৎ গরম পানি অল্প অল্প পান করবে।

○ যষ্টি মধু চিবিয়ে খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

○ কণ্টিকারী ও বাসকের কাথ বা নির্যাস পান করলে কাশের উপকার হয়।

○ রাজহাঁসের চর্বি বুক ও বুকের দু'পাশে মালিশ করলে কাশের বিশেষ উপকার হয়। এমনকি নিউমোনিয়া হতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

○ বাঘের তেল সর্বশরীরে মালিশ করলে ঠাণ্ডা হতে বাঁচা যায়।

○ শ্বাস, হাঁপানি, কাশ এবং নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ হতে নিরাময়ের জন্য চন্দনাদ্য তেল বক্ষে মালিশ করবে।

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা

বিভিন্ন কারণে যক্ষ্মা রোগ হতে পারে। যেমন—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, অধিক দুশ্চিন্তা, ঘন ঘন সর্দি-কাশি, সেঁতসেঁতে এবং আলো বাতাসহীন স্থানে বেশী থাকা, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং বিভিন্ন রোগের প্রতিক্রিয়ায় যক্ষ্মা রোগ উৎপত্তি হয়।

রোগের লক্ষণ ঃ যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাত হলে মাথা ভার হয়। পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশ সঙ্কুচিত হয়। বেদনার উদ্রেক হয়। কফের আধিক্য থাকে, পিত্তাধিক্য দেখা দেয়, শরীরে দাহ সৃষ্টি হয়, খাদ্যে অরুচি হয়, গলা সুড়সুড় করে, মেরুদণ্ডের হাড় উঁচু হয়, চোখের চাহনি রুক্ষ হয়, মুখ দিয়ে এবং কাশির সাথে রক্ত নির্গত হয়।

চিকিৎসা ঃ ○ মুখ দিয়ে রক্ত বমি শুরু হলে লাক্ষারঞ্জিত আলতার পানি বা যষ্টি মধু সেবন করাবে। যষ্টি মধু ও রক্তচন্দন ছাগল দুধে পিষে খাওয়াবে।

○ পার্শ্ব, স্কন্ধ এবং মস্তকে বেদনা থাকলে শুলকা, যষ্টি মধু, কুড় তগর পাদুকা, শ্বেত চন্দন একত্রে পিষে ঘি দিয়ে গরম করে বেদনার স্থলে প্রলেপ দিবে।

○ জ্বর, শ্বাস ও কাশ থাকলে বেল, শোনা, গান্ধারী, পারুল, গনিয়ারী, মালপানি, চাকুলে বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর—এসব দ্রব্যের মূল ও ধনিয়া, পিপুল এবং শুঁঠ চূর্ণ মিলিয়ে জোশ করে পাচন বানিয়ে সেবন করবে।

চ্যাবনপ্রাস যক্ষ্মা রোগের একটি কার্যকর ওষুধ। নিয়মিত কিছু দিন ব্যবহার করলে যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য হয়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ তেত্রিশ আয়াত পড়ে সরিষার তেল ও পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পড়া তেল গোসলের পূর্বে আস্তে আস্তে বুকে মালিশ করবে। মালিশ করতে করতে বুক যখন গরম হবে তখন ঐ পড়া পানি দিয়ে গোসল করবে। কিছু পড়া পানি রোগীকে খেতে দিবে। আল্লাহ্‌র রহমতে রোগীর বুক হতে শ্লেষ্মা বের হয়ে এবং বুকের ব্যথা লাঘব হবে। এভাবে সাত দিন তদবীরের পর সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা কাগজে লেখে তাবিজ আকারে রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

○ যদি রোগীর মাঝে মাঝে রক্ত বমি হয় তবে ঐ তাবিজে নিম্নোক্ত আয়াতও লেখে দিবে। আয়াত এই—

وَقِيْلَ يَاَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ হতে وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত এবং قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ـ

○ সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা মেশ্‌ক জাফরান কালি দ্বারা চিনির বরতনে লেখে রোগীকে দৈনিক দু'বার সেবন করাবে। এভাবে একাধারে চার মাস আমল করলে আল্লাহ্‌র রহমতে রোগী পূর্ণ সুস্থ হবে।

সুপথ্য ঃ যক্ষ্মা রোগীর জন্য পুরাতন চালের ভাত, মুগ ও মসুর ডাল, বাইন মাছ ও বড় চিংড়ি মাছের ঝোল, কবুতর, ঘুঘু ও বকের মাংস, পুরান কুমড়া, লাউ, পটল, মানকচু, মোটা উচ্ছে, কাগজী লেবু, দুধ, নারিকেল, কচি তালশাঁস, শবরী কলা, মিশ্রি, মধু, ইক্ষুরস, খৈয়ের ছাতু, মাখন ও চিনি উপকারী পথ্য।

কুপথ্য ঃ ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গম, কটু দ্রব্য, দধি, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, গুড়, ভাজি দ্রব্য, তিল, সরিষা, পিঁয়াজ, রসুন, সীম এবং ধূমপান ক্ষতিকর।

হৃদরোগের চিকিৎসা

বক্ষের বাম পার্শ্বের প্রায় দু'অঙ্গুলি নীচে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। প্রাণীর রূহও এখানেই থাকে। মানব দেহে এ স্থানটির গুরুত্ব অত্যাধিক। হৃৎপিন্ডের সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও বলিষ্ঠতা শুধু দেহ সুস্থ সবল রাখার জন্যই নয় ; বরং প্রাণে বেঁচে থাকার জন্যও অতি প্রয়োজন।

রোগের কারণ ঃ গুরুপাক দ্রব্য, অতি উষ্ণ দ্রব্য, কষায় ও তিক্ত দ্রব্য ভক্ষণ, ভুক্তদ্রব্য ভালরূপে হজম হবার পূর্বে পুনরায় ভোজন, অত্যধিক চিন্তা, মাত্রাধিক পরিশ্রম, অতি শোক, মল-মূত্রের বেগ ধারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগ্রত করা, বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ এবং কৃমি রোগ প্রভৃতি হৃদরোগ সৃষ্টির কারণ।

রোগের লক্ষণ ঃ সর্বদা মনে অবসাদ লেগে থাক। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে মনে অশান্তি উদয় হওয়া প্রভৃতি হৃদরোগের লক্ষণ।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ আমলকারী বক্তি রোযা অবস্থায় কাচের পাত্রে নিম্নোক্ত তাবিজটি মেশ্‌ক জাফরান দ্বারা লেখে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে রোগীকে পান করাবে।

তাবিজ এই— وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ

এ তাবিজ সাত বার করে লেখবে এবং একাধারে সাত দিন ফজরের বাদ খালি পেটে পান করবে।

○ নিম্নোক্ত তাবিজটি মেশক, জাফরান, কর্পূর ও গোলাপ পানি দ্বারা লেখে রোগীর গলায় বাঁধবে।

৭৮৬

٢١	١٢	١٩٨	١
١٩٧	٢ب	٢٠ك	١٣
٣١	٢٠٠ر	١٠ى	١٩
١١	١٨	٤	١٩٩

○ নিম্নোক্ত তাবিজটি মেশক জাফরান দ্বারা চীনা বরতনে লেখে বৃষ্টি বা কূপের পানিতে ধুয়ে সাত দিন পান করাবে। তাবিজ এই—

٧٨٦ حححححححححححححححححححححححح ٥٥٥٥٥

আমাশয় রোগের চিকিৎসা

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○সূরা কদর এবং এ দোয়া– لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ তিন বার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে উক্ত পানি সামান্য গরম পানির সাথে মিশিয়ে পান করলে উদরাময় ও ওলাউঠা রোগ আরোগ্য হয়।

○ মেশ্‌ক, জাফরান কালি দ্বারা চীনা বরতনে সূরা ফাতেহা, আয়াতে শেফা এবং ১ নং আমলের আয়াতটি লেখে দু'দিন ভোরে সেবন করবে। এতে যে কোন উদর রোগে সুফল পাওয়া যায়। বরতনে নিম্নোক্ত আয়াতটিসহ লেখলে আরো উত্তম ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔

○ উপরোক্ত আয়াত এক খন্ড কাগজে লেখে পানিতে ভিজিয়ে ঐ পানি একটি বোতলে রেখে দেবে। অতঃপর যে কোন সময়ে যে কোন পেটের পীড়ায় ঐ পানি হতে পান করলে আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করবে।

সুপথ্য ঃ পেটের বদ হজম হলে পুরাতন চালের বেশী সিদ্ধ ভাত, বার্লি ইত্যাদি, অত্যন্ত লঘুপাক খাদ্য, ছোট মাছের পোনা, পটল, পলতা, কচি বেগুন, কাঁচকলা, মোচা, কাগজী লেবু, ঘোল ইত্যাদি উপকারী।

কুপথ্য ঃ যে কোন রকম ডাল, গোশত, ভাজা-ভুনা মাছ বা তরকারি, পিঠা, ঘি, দুধ ঘিতে পাকানো কোন বস্তু, ইলিশ মাছ বা অন্য যে কোন বড় মাছ ক্ষতিকর।

শূল বেদনায় তদবীরের চিকিৎসা

○ নিম্নোক্ত আয়াত তিন বার পড়ে সরিষা তেলে দম করে সে তেল বেদনার স্থলে মালিশ করবে। আয়াত এই–

اَفَحَسِبْتُمْ ...... لَاتُرْجَعُوْنَ ۔ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ .... نَذِيْرًا ۔

○ নিম্নের আয়াত এবং সূরা ইখলাস লেখে তাবিজাকারে বেদনার স্থলে বেঁধে রাখবে। এতে জ্বিনের আছরজনিত বেদনা হলেও উপকার দর্শিবে। আয়াত এই–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۔

○ সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা মেশ্‌ক জাফরান কালি দ্বারা চীনা বরতনে লেখে ধুয়ে রোগীকে তিন দিন সেবন করাবে।

সুপথ্য ঃ লাউ, পটল, শাক, শসা, শবরি কলা, পেঁপে ইত্যাদি উপকারী পথ্য।

কুপথ্য ঃ মসুর, ছোলা বুট, বেল, ডিম ইত্যাদি ক্ষতিকর।

কৃমি রোগের চিকিৎসা

কৃমি মানুষের সহজাত। চিকিৎসাবিদ ও দেহবিজ্ঞানীদের মতে, কৃমির অস্তিত্ব নেই এমন কোন দেহ থাকতে পারে না। আবার কৃমি যদি অধিক বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে, তবে তা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে। কৃমি রোগ হতে বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। কাজেই কৃমি দ্বারা পেট ভর্তি করে রাখা ঠিক নয়। বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কৃমি বিশেষ ক্ষতিকর। কৃমি ছোট বড় দু'প্রকার আছে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ নিম্নোক্ত তাবিজটি লেখে সাথে বেঁধে দিলে যে কোন ধরনের কৃমি রোগ আরোগ্য হয়। তাবিজটি এই–

مر	قمر	عو	هے
صاك	قمر	و	هے
كر	قمر	عو	هے
مر	قمر	عو	هے

জন্ডিস রোগের চিকিৎসা

প্লীহা ও যকৃত রোগ বেশী দিন স্থায়ী থাকলে জন্ডিস রোগ আত্মপ্রকাশ করে। এ রোগে প্রায়শঃ রোগীর চক্ষু হলুদ বর্ণ হয়। পেশাব এবং পীতও হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

চিকিৎসা ঃ হরীতকী, বহেরা, আমলকী, বাসক, গুলঞ্চ, চিরতা, কটকী, নিমছাল ইত্যাদির পাচন মধুসহ সেব্য। কাঁচা ও পাকা পেঁপে এ রোগের ভাল পথ্য।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ বুধবার কিংবা শনিবার নিম্নোক্ত তাবিজ লেখে সাথে ধারণ করলে প্লীহা, লিভারজনিত জন্ডিস আরোগ্য হয়।

صلععععععععععع
عاعاعاعاعاعاعاعاعاعا

(২) নিম্নের তাবিজটি প্লীহা বা লিভারের উপর বেঁধে দিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۔

○ নিম্নের তাবিজ ব্যবহারে বহু স্থানে আশাতীত সুফল পাওয়া গেছে। প্রায়ই ৭ দিনে রোগ উপশম হয়ে থাকে।

٧٨٦ ح اب ح فاح ناح ودبوج ع هرح ماع وبرويح حامبا وطايرا
دوع ع محاحا وسلوهم لبلكطاع لح دلى اجيبوا ياخدام الاسماء
يرفع الطحال عن هذا الاذى

○ সীসার তখতীর উপর নিম্নোক্ত তাবিজ অঙ্কন করে প্রথম সপ্তাহে প্লীহা সোজা, দ্বিতীয় সপ্তাহে লিভার বরাবর ধারণ করলে প্লীহা ও লিভার রোগ ভাল হয়।

○ লিভার ও প্লীহাতে বেদনা থাকলে চীনা মাটির বরতনে নিম্নের তাবিজ লেখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করবে। এতে আশাতীত ফল হবে।

○ অথবা প্লীহা ও লিভার শক্ত হয়ে বেদনা দেখা দিলে নিম্নের তাবিজটি চীনা মাটির বরতনে লেখে ধুয়ে খাওয়াবে।

তাবিজটি এই- ٥٥٥٥ ॥ ع ع ع ع ع ع ع ع ٥ موم

○ পাতলা চামড়ায় নিম্নের তাবিজটি লেখে প্লীহা ও লিভারের উপর বেঁধে রাখবে। শনিবারে বাঁধবে এবং শুক্রবারে খুলে ফেলবে।

١٨٩٧٢	محمد الى راى	اد اح ح هم ماما ملما

صالح صح وصح م له   صالح دون مانع من الى ان تبصره ومره

○ নিম্নোক্ত তাবিজটি লেখে বাম হাতে বেঁধে দিলে জন্ডিস রোগ আরোগ্য হয়। তাবিজটি এই- ٨١٩٢٣ع ٢٥٩ ح ح دد صوع

○ নিম্নোক্ত তাবিজটি শনিবার সূর্য উদয়ের পূর্বে লেখে পশমের রশি দিয়ে বেঁধে ডান পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখবে।

তাবিজটি এই-

ححح ٥ دد م ص ها اص
اح اا ح ماتت الى الابد

সুপথ্য ঃ পটল, পিপুল, শাক, ঝিংগা, কাঁকরোল, কচি বেগুন, করলা, উচ্ছে, কাঁচা পাকা পেঁপে, ইক্ষুর রস ও কাঁচি দধি ইত্যাদি এ রোগের জন্য হিতকর পথ্য।

কুপথ্য ঃ ডিম, যে কোন ডাল, তৈলাক্ত মাছ, গুরুপাক এবং শক্ত দ্রব্যসমূহ এ রোগে বিশেষ ক্ষতিকর।

মূত্রাশয় রোগের চিকিৎসা

বিভিন্ন কারণবশতঃ বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় ও বদহজমী এবং পেশাবের বেগ ধারণ করার কারণে মূত্রাশয় দুর্বল হয়ে যায়। বহুমূত্রের কারণে মানুষের সর্বদেহের তরল পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হয়ে মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং মূত্রনালী দিয়ে তা অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হতে থাকে। এতে দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে অবসন্নতা, জড়তা দেখা দেয়। এ অবস্থায় অনেকের পিপাসা বৃদ্ধি পায়।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ ○ এ রোগে পাকা কাঁঠালী কলা ১টি, আমলকীর রস এক তোলা মধু চার মাষা, চিনি চার মাষা, দুধ এক পোয়া (আড়াইশ গ্রাম) এক সাথে মিশিয়ে খাবে।

○ কচি তাল বা খেজুর গাছের মূল রস ও কাঁঠালী কলা দুধের সাথে প্রত্যহ সকালে খেলে বহুমূত্র রোগ নিরাময় এবং মূত্রাশয় সবল ও ধারণ শক্তিসম্পন্ন হয়।

○ অনেকের নানা কারণে মূত্রধারা সবেগে নির্গত না হয়ে খুব নিস্তেজভাবে নির্গত হয়। কারো বা ফোঁটা ফোঁটা বের হয়, কারো বা পেশাব পরিমাণে খুব কম হয়। এসব রোগে নারিকেল ফুল চাল ধোয়া পানিতে পিষে প্রত্যহ সকালে কিছু কিছু সেবন করলে উপকার হয়।

○ এ রোগের কারণে কারো মল আবদ্ধতা দেখা দিলে গোক্ষুর বীজের কাথে যবক্ষার মিশিয়ে সেবন করলে মূত্রাবদ্ধতা ও পেশাব অঙ্গের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়। তাছাড়া পাথর কুচির পাতা লবণের সাথে চিবিয়ে রস খেলেও উপকার হয়।

○ সামান্য যন্ত্রণার সাথে বাধ বাধভাবে পেশাব হলে কুমড়ার রস, যবক্ষার ও পুরাতন গুড় মিশিয়ে পান করলে এ রোগ ও পেশাবের সাথে শর্করা নির্গমন দূর হয়।

○ পেশাব বন্ধ হলে তিনটি এটে (বীচি) কলা খুব কচলিয়ে একটি মানকচুর ডগা কুচি কুচি করে কেটে উক্ত কলার সাথে উত্তমরূপে ছানবে। তারপর তা একটি মাটির পাত্রে রেখে দিবে। তা হতে যে রস বের হবে তা রোগীকে খাওয়াবে। আল্লাহ্‌র রহমতে পেশাব খোলাসা হবে।

○ কবুতরের বিষ্ঠা পানিতে মিশিয়ে খুব বেশী গরম করতঃ ঐ ফুটন্ত গরম পানি একটি পাত্রে রেখে দেবে। অতঃপর রোগীর সহ্য হয় মত গরম অবস্থায় ঐ পানিতে রোগীর দু'পা হাঁটু পর্যন্ত ভিজিয়ে রাখবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত এভাবে পা ভিজিয়ে রাখলে রোগীর স্বাভাবিক পেশাব হবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ নিম্নের আমলটি বন্ধ পেশাব চালু করার জন্য বিশেষ ফলপ্রদ। আমলটি এই– সর্বপ্রথম সূরা ফাতেহা একবার এবং নিম্নের দোয়া তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। দোয়াটি এই–

قُلْنَا يَانَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلاَمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ـ

তারপর সূরা জ্বিন প্রথম হতে شططا পর্যন্ত দু'বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। এরপর সূরা ফাতেহা ও সূরা কাফিরুন একবার, আবার সূরা ফাতেহা ও সূরা ইখলাস একবার, আবার সূরা ফাতেহা ও সূরা নাস একবার, আবার সূরা ফাতেহা একবার ও নিম্নের দোয়া দু'বার পাঠ করে দম করবে ঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لاَتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ ـ

সর্বশেষে ঐ পানি একটি বোতলে রেখে আবার সূরা ফাতেহা ও আয়াতে শেফা এক খণ্ড কাগজে লেখে কাগজখন্ড বোতলের পানিতে ভিজিয়ে রাখবে। তারপর প্রত্যহ তিন বার ঐ পানি পান করবে।

○ বিসমিল্লাহ্সহ নিম্নের আয়াত চীনা বরতনে লেখে ধৌত করতঃ রোগীকে সে পানি খাওয়াবে। আল্লাহ্র রহমতে সাথে সাথে পেশাব হবে। আয়াত এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ رَمِصْ نَفِخَ وَشَفَوْا يَفْعَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

○ যাদের সর্বদা কিছুক্ষণ পর পরই পেশাব হয় তাদের জন্য পাঁঠা ছাগলের খুর আগুনে পুড়ে ভস্ম করে পানিতে ভিজাবে; অতঃপর সে পানি রোগীকে খাওয়াবে। ইনশাআল্লাহ্ এতে আরোগ্য লাভ করবে।

সুপথ্য ঃ ডাব, কাগজী লেবু, ফলফলারি এবং লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্যসমূহ এ রোগের জন্য হিতকর।

কুপথ্য ঃ গুরুপাক খাদ্য, ভাজা পোড়া দ্রব্য, মরিচ ইত্যাদি এ রোগের জন্য ক্ষতিকর।

পাথরী রোগের চিকিৎসা

রোগের কারণ ঃ গুর্দা সতেজতা ও সবলতা হারিয়ে ফেললে আহার্য দ্রব্যের সূক্ষ্ম ও মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা এবং মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়ে ধীরে ধীরে পাথরীতে পরিণত হয়। পেশাবের বেগ ধারণ করতে করতে মূত্রাশয়ের ভিতরে তলানি জমাট আকারে ক্রমশঃ শক্ত হয়েও পাথরে পরিণত হয়।

তাছাড়া সঙ্গম, মৈথুন এবং স্বপ্নদোষহেতু ক্ষরিত শুক্র বের হতে না দিয়ে যারা তা রোধ করে তাদেরও পাথরী হতে পারে। তা এত ভয়ঙ্কর ব্যাধি যে, বড় হয়ে গেলে অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

রোগের লক্ষণ ঃ ডান বা বাম পায়ের যে কোন উরু অথবা উভয় উরু ভার বোধ হয়। পুরুষাঙ্গের তলদেশ হতে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত সেলাইয়ের মত স্থানে অত্যন্ত বেদনা হয়। তলপেটেও বেদনা অনুভূত হয়। বেদনাস্থলে হস্ত স্পর্শ করলেও প্রাণান্ত হতে চায়। অত্যন্ত ঘন ঘন পেশাবের বেগ হয়, কিন্তু অত্যন্ত যন্ত্রণার সাথে দু'এক ফোঁটা মাত্র পেশাব বের হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করতে থাকে।

ঔষধে চিকিৎসা ঃ ○ পাথর কুচির পাতা লবণের সাথে চিবিয়ে খেলে এ রোগে বিশেষ উপকার হয়।

○ তাল গাছের মূল বাসী পানির সাথে বেটে খেলে ভাল ফল হয়।

○ বরুণ ছাল, শুঁঠ চূর্ণ ও গোক্ষুর– এ তিন দ্রব্যের পাচন দু'মাষা যবক্ষার ও দু'মাষা পুরাতন গুড়ের সাথে সেবন করলে পাথর বিগলিত হয়ে যায়।

○ ছাগলের দুধ, মধু ও গোক্ষুর বীজ চূর্ণ সেবন করলে পাথরী রোগ আরোগ্য হয়।

○ কোশতায়ে হাজারুল ইয়াহুদ জাওয়ারেশে জালিনুসের সাথে সেবন করলেও পাথরী গলে বের হয়ে যায়।

○ ছাগল দুধের সাথে আনন্দযোগ মিশিয়ে সেবন করলে পাথরী বিগলিত হয়। আনন্দযোগ একটি কবিরাজী ওষুধ।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

(১) নিম্নের লেখে তাবিজ করে নাভির নিচে ধারণ করবে।

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ وَاغْفِرْلَنَا خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَاَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ـ

○ সূরা আলাম নাশরাহ সাদা কাগজে বা এক খন্ড রেশমের কাপড়ের উপর লেখে এক বোতল পানির মধ্যে রাখবে। অতঃপর উক্ত পানি রোগীকে একাধারে চল্লিশ দিন পান করাবে।

○ বিসমিল্লাসহ নিম্নের আয়াত চীনা মাটির বরতলে লেখে ধোয়া পানি রোগীকে প্রত্যহ একবার পান করাবে। আয়াত এই-

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ.

○ বিসমিল্লাসহ নিম্নের আয়াত দ্বারা তাবিজ লেখে নাভির নীচে বেঁধে রাখলে পায়খানা পেশাব খোলাসা হয়। আয়াত এই-

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ.

○ নিম্নের আয়াত বিসমিল্লাসহ চীনা বরতনে লেখে ধৌত করে রোগীকে খাওয়ালেও পেশাব খোলাসা হয়। আয়াত এই-

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ .... مُفْسِدِيْنَ.

সুপথ্য ঃ পুরাতন চালের নরম ভাত, ছোট মাছের পোনা, কদু, পটল, ঝিংগা, বেগুন, মানকচু, মোচা, থোড়, পাখির গোশ্ত, মাষকলাই, মুগ, দুধ, ঘোল, তাল, কচি তালের শাঁস, খেজুরের মাথি, নারিকেল ডাবের লেওয়া, চিনি এবং লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি এ রোগে সুপথ্য।

কুপথ্য ঃ যে কোন মিষ্টি দ্রব্য, টক ও গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠা, তেলে ভাজা দ্রব্য, মৈথুন, রাত জাগরণ এবং অধিক পরিশ্রম প্রভৃতি এ রোগের জন্য ক্ষতিকর।

জরায়ু ব্যাধির চিকিৎসা

নারীদের নাভির নীচে মূত্রাশয় এবং তার নীচেই জরায়ুর সাথে যোনীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নারীদের জরায়ু সবল এবং কার্যক্ষম হলে যে কোনরূপ রোগ-ব্যাধি

হতে নিরাপদ থাকে। তা দুর্বল এবং অসুস্থ হলে মেয়েলোকেরা নানাবিধ কুৎসিত ও মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই সর্বদা জরায়ু সবল রাখতে যত্নবান থাকা উচিত।

জরায়ু দুর্বল হওয়ার কারণ ঃ সীমাতিরিক্ত স্বামী সহবাসে অতিরিক্ত ধাতু ক্ষয়ের কারণে দিন দিন জরায়ু দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া কৃত্রিম উপায়ে অকালে গর্ভপাত করালে বা কোনরূপ ব্যাধির কারণে গর্ভপাত হলেও জরায়ু দুর্বল হয়। অতিরিক্ত মরিচ, পিঁয়াজ ইত্যাদি খেলে বা বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করলেও তা দুর্বল হয়। অনিয়মিত পানাহার এবং গর্ভাবস্থায় লম্ফঝম্পের কারণেও জরায়ুর বৈকল্য দেখা দেয়। জরায়ুর দোষে অনেক সময় ঋতু বন্ধ হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ ○ গাজরের বীজ একটি পাত্রে রেখে আগুনের উপর দিবে। অতঃপর একটি ছিদ্র বিশিষ্ট ছাকনি দ্বারা পাত্রটি ঢেকে রাখবে। ঢাকনির ছিদ্র দিয়ে যে ধোঁয়া নির্গত হবে তা যোনীদ্বারে দিয়ে জরায়ু পর্যন্ত পৌছাবে। এভাবে মানুষের চুলের ধোঁয়া জরায়ুতে পৌছালেও ঋতু বন্ধ, ধাতুর অনিয়ম দূর হয়ে যাবে।

○ জরায়ুর দোষে বাধক বেদনা রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ বেদনা দূর করার জন্য ফুটের (বাঙ্গি) দানা, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, মৌরি সমপরিমাণ চূর্ণ করে দু'সের পানিতে জ্বাল দিবে এবং অর্ধ সের থাকতে নামিয়ে ফেলবে। অতঃপর তা প্রতিদিন এক ছটাক পরিমাণে সাত দিন সেবন করলে বাধক বেদনা উপশম হয়।

○ উলট কম্বলের ছাল অর্ধ তোলা সাতটি গোল মরিচসহ পিষে ঋতুর দুই তিন দিন আগে পরে তিন দিন খাবে।

অধিক রক্তস্রাব রোগের চিকিৎসা

ওষুধে চিকিৎসা ঃ ○ ঋতুকালে বা সন্তান প্রসবের পর অত্যাধিক রক্তস্রাব হলে অর্ধ ছটাক দুর্বার রস চিনির সাথে প্রত্যহ তিন বার করে সেবন করবে।

○ ডালিমের খোসা, ডালিম ফুলের মোচা, মাজুফল—সমপরিমাণ নিয়ে বিশ সের পানিতে জ্বাল দিয়ে টব বা বড় পাত্রে রাখবে। অতঃপর সাধ্যমত গরম পানিতে কোমর পর্যন্ত ভিজিয়ে বসবে। যতক্ষণ পানি ঠাণ্ডা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে বসে থাকবে। আল্লাহ্‌র রহমতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যাবে।

○ গেরোফল, ছুঙ্গে জারাহাত, মাজুফল চূর্ণ করতঃ সামান্য দুর্বার রসে মিশিয়ে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ এক ছটাক সরিষার তেলের সাথে এক তোলা কর্পূর মিশিয়ে اَفَحَسِبْتُمْ হতে خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ পর্যন্ত (উন্মাদ রোগ দ্রঃ) তিন বার পড়ে তার উপর দম

করবে। অতঃপর প্রত্যহ চার পাঁচ বার করে তলপেট, কোমর এবং জরায়ুর উপর মালিশ করবে। এ আমলের সাথে সাথে নিম্নোক্ত আয়াত লেখে জরায়ু বরাবর তাবিজাকারে বেঁধে রাখবে। আয়াত এই- وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ হতে اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ পর্যন্ত।

○ নিম্নের আয়াত লেখে কোমরে বেঁধে রাখলে অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হয়। উক্ত আয়াত তিন বার পড়ে পানিতে দম করে ঐ পানি দ্বারা হাত মুখ ধৌত করবে। কিছু পড়া পানি পান করবে। আয়াত এই-

وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَائَكِ হতে وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত এবং قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ

○ সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চীনা মাটির বরতনে লেখে রোগীকে সেবন করাবে। আল্লাহ্‌র রহমতে আরোগ্য হবে।

শ্বেতপ্রদর রোগের চিকিৎসা

এ রোগ মহিলাদের জন্য একটি দূরারোগ্য কুৎসিত ব্যাধি। বেশী মরিচ, তিক্ত, টক ইত্যাদি কুখাদ্য ভক্ষণ এবং অত্যাধিক স্বামী সহবাসে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাও রহিত হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ

○ প্রথমে রোগের কারণ উদ্‌ঘাটন করে তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। একটি কাঁটানটের শিকড় তিনটি গোল মরিচের সথে পিষে প্রত্যহ খেলে শ্বেত প্রদর রোগ দূর হয়।

○ আরদারু, হলুদ, মুতা, রসাঞ্জন ভেলা, বাসক, বেল, চিরতার পাচন প্রত্যহ একবার সেবন করলে শূল ব্যথা, পীত, শ্বেত,কাল ও মেটে ইত্যাদি যাবতীয় প্রদর রোগ আরোগ্য হয়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ চীনা মাটির বরতনে সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লেখে ধৌত করে রোগীকে খাওয়াবে।

○ জরায়ুতে জখম এবং চুলকানি দেখা দিলে এক ছটাক সরিষার তেল নিয়ে নিম্নের আয়াত পাঠ করে তেলে দম করবে। তারপর ঐ তেল জরায়ুর বাইরে ভিতরে মর্দন করবে। এতে চুলকানি ও জখম আরোগ্য হবে। আয়াত পড়ার নিয়ম এই-

প্রথমে দশ বার পড়বে- رَبِّ اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

তারপর দশ বার পড়বে- مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا

অতঃপর তিন বার পড়বে- وَقِيْلَ يَاَرْضُ ابْلَعِىْ হতে الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত।

তারপর তিন বার পড়বে-

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ -

○ শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর রোগে মেশক জাফরান কালি দ্বারা দু'খন্ড কাগজে নিম্নের তাবিজটি লেখবে। একটি বাম হাতের বাজুতে বাঁধবে এবং অপরটি পানিতে ভিজিয়ে রোগীকে পান করাবে। তাবিজটি এই-

٧٨٦

رب	من	قولا	سلام
رحيم	رب	من	قولا
مشكل	رحيم	رب	من
كشايو	مشكل	رحيم	رب

بياض يعقوبى

গর্ভধারণের তদবীর

○ স্ত্রীকে না জানিয়ে ঘোটকীর দুধ পান করিয়ে সাথে সাথে সহবাস করলে আল্লাহ্‌র রহমতে গর্ভের সূচনা হয়।

○ একটি হাঁসের অন্ডকোষদ্বয় ভেজে স্বামী তা ভক্ষণ করতঃ স্ত্রীসহবাস করলে গর্ভ সঞ্চার হয়।

○ মোরগের অন্ডকোষদ্বয় ভস্ম করে পানির সাথে মিশিয়ে স্ত্রী প্রত্যহ খালি পেটে সেবন করলে গর্ভের সূত্রপাত হয়।

○ মাসিক স্রাবের শেষ দিন থেকে কয়েক দিন প্রত্যহ তিন বার মানুষের চুলের ধোঁয়া জরায়ুতে লাগাবে এবং স্রাব বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে স্বামী সঙ্গম করবে। এ তদবীরে আল্লাহ্‌র রহমতে চির বন্ধ্যাত্বও দূর হয়ে যায়।

গর্ভে সন্তান শক্ত হয়ে গেলে

○ নিম্নের আয়াত বিস্‌মিল্লাসহ চীনা মাটির বরতনে মেশক জাফরান কালি দ্বারা লেখে বৃষ্টির পানিতে ধৌত করে রোগীকে খাওয়াবে। ইন্‌শাআল্লাহ গর্ভস্থ সন্তান

চেতনা প্রাপ্ত হবে এবং স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করবে। আয়াত এই-

اَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ
قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ .... عَلِيْمٌ۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ
الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ۔

○ নিম্নের আয়াতসমূহ সাত খন্ড কাজে লেখে একেক খণ্ড কাগজ একেক রাত পানিতে ভিজিয়ে ভোরে খালি পেটে খাবে। আয়াতসমূহ এই-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا ....
مِنَ الْغَمِّ وَقَالُوْا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا .... مُحْضَرُوْنَ۔ (يٰسٓ)
وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ .... يَنْظُرُوْنَ۔
وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ۔

সন্তান অধিক নড়াচড়ায় গর্ভবতী মূর্ছা গেলে

অনেক সময় গর্ভবতীর পেটে সন্তান নানা কারণে খুব বেশী নড়াচড়া করে। আর এ কারণে গর্ভবতী অনেক সময় মূর্ছা যায়। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে। রোগের কারণ নির্ণয় করে তদবীর করতে হবে।

চিকিৎসা ঃ

○ আরআর নামক এক প্রকার গুল্ম এবং যোয়ান পিষে একাধারে তিন দিন ভোরে খালি পেটে সেবন করাবে।

○ এ রোগে ইসবগোল ও তোকমাইর শরবত খাওয়াবে।

○ গর্ভের সন্তান বেশী অস্থিরতা প্রকাশ করলে নিম্নের আয়াত লেখে গলায় ধারণ করবে। আয়াত এই- اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ হতে শেষ পর্যন্ত। بِسْمِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ হতে الْعَلِيْمُ পর্যন্ত।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا .... رَهَقًا۔
اُرْقُدْ اُرْقُدْ فِىْ بَطْنِ اُمِّكَ مُسْتَرِيْحًا وَّلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ۔

গর্ভবতীর প্রসব বেদনাকালে

○ মাকড়সার একটি পূর্ণ সাদা জাল দু'তোলা পরিমাণ পানির সাথে পিষে জরায়ুর মুখে লাগানো মাত্র সন্তান প্রসব হয়ে যাবে।

○ জংলগী গরুর (নীলগাই) শিং গর্ভবতীর হাতে বা গলায় বেঁধে দিলে যথাসময়ে সন্তান প্রসব হবে।

○ দু'তোলা মিশ্রির সাথে সমপরিমাণ নারিকেল তেল মিশিয়ে উত্তমরূপে পিষে কিছু কিছু প্রত্যহ সেবন করলে যথাসময়ে সন্তান প্রসব হবে।

○ যথাসময়ে গর্ভবতীর প্রসব বেদনা শুরু হলে গর্ভবতীর বাম হাতে এক খন্ড চুম্বক লোহা চেপে ধরতে দিবে। এতে সহসা সন্তান প্রসব হবে।

○ গর্ভের নবম মাস শুরু হলে এগারটি খোসাহীন বাদাম মিশ্রির সাথে পিষে কিছু কিছু সেবন করবে। এতে যথাসময়ে সহজে সন্তান প্রসব হবে।

○ সন্তান প্রসবের দিন আসন্ন হয়ে এলে প্রত্যহ নাভির নীচে সহ্যমত গরম পানি একটু একটু করে ঢালতে থাকবে।

○ নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঁটানটে বা দয়াকলা গাছের শিকড় উঠিয়ে তা গর্ভবতীর চুলের সাথে বেঁধে দিলে সহজে সন্তান প্রসব হয়।

তদবীরে চিকিৎসা

○একটু একটু প্রসব বেদনা শুরু হলে এবং তা যথাসময়ে হলে কোন মিষ্টি দ্রব্যের উপর নিম্নের আয়াত বিসমিল্লাসহ তিন বার পড়ে তিনটি ফুঁক দিবে এবং তা খাওয়াবে। আল্লাহর রহমতে শীঘ্রই প্রসব হবে। আয়াত এই-

اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ
وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى
النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ۔

○ অথবা উপরোক্ত আয়াত ও নিম্নের তাবিজটি লেখে গর্ভবতীর বাম উরুতে বেঁধে দেবে। সন্তান প্রসব হওয়া মাত্র তা খুলে ফেলবে। নচেত ক্ষতি হতে পারে। তাবিজ এই-

اَهِيًا اَشْرَاهِيًا اَللّٰهُمَّ سَهِّلْ عَلَيْهَا الْوِلَادَةَ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ
السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ۔

○ বিস্‌মিল্লাসহ নিম্নের তাবিজটি মেশক জাফরান কালি দ্বারা চীনা মাটির বরতনে লেখে খাওয়ালে শীঘ্রই সন্তান প্রসব হবে। আয়াত এই–

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ سُبْحٰنَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلٰغٌ ـ

○ গর্ভবতীর পেটে অত্যধিক বেদনা শুরু হলে নিম্নের আয়াত বিস্‌মিল্লাসহ চীনা মাটির বরতনে লেখে ধৌত করতঃ কিছুটা খাওয়াবে আর কিছুটা বেদনার স্থানে মালিশ করবে।

আয়াত এই–

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ يُؤْمِنُوْنَ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ـ

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ হতে مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ سَالِمًا مُّسْلِمًا পর্যন্ত।

○ গর্ভবতীর ব্যবহৃত চিরুনির এক পিঠে লেখবে–

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ হতে وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ পর্যন্ত।

অপর পিঠে লেখবে جِبْرَائِيْلُ ، مِيْكَائِيْلُ ، اِسْرَافِيْلُ ، عَزْرَائِيْلُ

অতঃপর তার বাম উরুতে বেঁধে দেবে এবং প্রসব হবার সাথে সাথে খুলে ফেলবে।

সন্তান নিরাপদে থাকার তদবীর

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে পরিষ্কার করে বিস্‌মিল্লাসহ নিম্নের তাবিজ লেখে গলায় বেঁধে দিবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

○ রূপার পাতের উপর লোহার পেরেক দ্বারা নিম্নের তাবিজ লেখে সন্তানের গলায় বেঁধে দিবে।

يارقيب	يامهيمن	يامؤمن	ياحفيظ	ياحافظ
ياحافظ	ياحفيظ	يامؤمن	يامهين	يارقيب
يامهيمن	يارقيب	ياحافظ	يامؤمن	ياحفيظ
يامؤمن	ياحافظ	ياحفيظ	يارقيب	يامهيمن

○ অথবা রূপার পাতে নিম্নের তাবিজটি লেখে শিশুর গলায় বেঁধে দিবে।

ظ	ى	ف	ح
ح	ف	ى	ظ
ى	ظ	ح	ف
ف	ح	ظ	ى

○ কিংবা নিম্নের তাবিজটি তামার পাতে লেখে গলায় বেঁধে দিবে।

٧٨٦

يامذل كل جبار عنيد

يامذل يامذل يامذل

বার বার গর্ভের সন্তান নষ্ট হলে

যে সব মহিলার গর্ভস্থ সন্তান বার বার নষ্ট হয়ে যায়, নিম্নের আমল দ্বারা তা চিরতরে ভাল হয়ে যাবে।

এক গাছি কাল সুতা নিয়ে নিম্নের আয়াত বিস্‌মিল্লাসহ ৯ বার পাঠ করে তাতে ৯টি গিরা দিবে। পরে তা গর্ভবতীর তলপেটে বেঁধে রাখবে। আয়াত এই–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ـ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

গর্ভে মৃত সন্তান বা ফুল বের না হলে

গর্ভে মৃত সন্তান বা সন্তান প্রসবের পরে যথাসময়ে ফুল বের না হলে প্রথমতঃ ধাত্রীগণ তাদের জানা ব্যবস্থাসমূহ ব্যবহার করবে। তা কার্যকর না হলে নিম্নোক্ত নিয়ম পালন করবে।

○ ক্ষীরা, শসা অথবা সড়মার লতা ছেঁচে পানিতে জ্বাল দিয়ে সে পানি প্রসূতিকে পান করালে শীঘ্র গর্ভস্থ ফুল বা মৃত সন্তান বের হয়ে যাবে।

○ শৃগালের সামনের বা পিছনের একখানা পায়ের হাড় প্রসূতির পায়ের তলায় রাখলে ফল পাওয়া যায়।

○ ঘোড়া, গাধা বা খচ্চরের খুর আগুনে দিয়ে তার ধোঁয়া প্রসূতির কানে মুখে লাগালে গর্ভস্থ ফুল বা মৃত সন্তান শীঘ্র বের হয়ে যায়।

প্রসূতির খাদ্য ও পথ্য ঃ

সন্তান প্রসবের পর অন্তত আট দশ মাসকাল প্রসূতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পাকস্থলী সব কিছুই দুর্বল থাকে। কাজেই এ সময় খুব তাড়াতাড়ি দেহে বল সৃষ্টির জন্য বলকারক কোন গুরুপাক খাদ্য আহার করবে না; বরং এ সময়ে লঘুপাক অথচ বলকারী খাদ্য খাবে। এতে সহজে খাদ্য হজম হয়ে দেহের ক্লান্তি দূর, লাবণ্য এবং স্তনে দুধ বৃদ্ধি ও সন্তানের স্বাস্থ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

যৌন রোগের চিকিৎসা

মেহ প্রমেহ, স্বপ্নদোষ বা পেশাবের আগে পরে সাদা ফোঁটা ফোঁটা শুক্রপাত হলে চিকিৎসার্থ নিম্নের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে ঃ

○ মধু ও হলুদ সহযোগে আমলকীর রস সেবন করলে মেহ রোগ আরোগ্য হয়। অথবা ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতার নির্যাস সেবন করলেও মেহ প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়।

○ সামান্য ফিটকিরি একটি ডাবের মধ্যে ঢুকিয়ে ২৪ ঘন্টা কাদার মধ্যে পুঁতে রাখবে। পরদিন ভোরে সে পানি খালি পেটে খাবে।

○ গুলঞ্চের রস মধুসহ সেবন করলেও ভাল ফল হয়।

○ রক্ত ও ধাতু চাপজনিত কারণে যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরভাগ গরম হয়ে গেলে শুক্র হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শুক্রপাত ও পেশাবকালে জ্বালা পোড়া হয়। পিত্ত আধিক্যের কারণেও এরূপ হতে পারে। এমতাবস্থায় শতমূলীর রস কাঁচা দুধে মিশিয়ে সেবন করলে আল্লাহ্‌র রহমতে নিরাময় হয়।

○ বাবলার আঠা পানিতে ভিজিয়ে সাথে ৪ রতি যবক্ষার মিশিয়ে খালি পেটে সেবন করলে শুক্রক্ষয় দূর হয়।

○ কাবাব চিনি চূর্ণ করে পানিতে মিশিয়ে প্রত্যহ ভোরে পান করলে মেহ রোগ প্রশমিত হয়।

○ পেশাব লাল, হলুদ বা শ্বেত বর্ণ ধারণ করলে চন্দনাসব সেবনে আরোগ্য হয়।

○ মেহ প্রমেহ, শুক্রতারল্য, ধাতু দৌর্বল্য এবং স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যৌন রোগে শিমূল মূল চূর্ণ মধুসহ অথবা বসন্ত রস নামক কবিরাজী ওষুধ সেবন করবে। এতে স্থায়ী আরোগ্য লাভ হবে।

সুপথ্য ঃ পুরাতন চালের সিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল, পটল, বেগুন, কাঁচকলা, ঝিঙ্গে, ডুমুর, থোড়, মোচা, মুগ, মাষকলাই, দুধ, দধি, ঘোল, খেজুরের মাথি, তাল, চিনি, নারিকেল ও পুরাতন ঘি উপকারী পথ্য।

কুপথ্য ঃ মিষ্টি, মিষ্টান্ন, পিঠা, পোলাও, গুরুপাক খাদ্য, গরুর গোশত, মরিচ, টক দ্রব্যাদি ক্ষতিকারক।

ধ্বজভঙ্গ রোগের চিকিৎসা

অত্যধিক যৌন অনাচার এবং শুক্রক্ষয়জনিত কারণে ধ্বজভঙ্গ রোগ দেখা দেয়। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে প্রথমেই কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবে।

পুরুষের ধ্বজভঙ্গ দু'প্রকার ঃ ○ বাইরে কোন লক্ষণ থাকে না, কিন্তু অত্যধিক শুক্রক্ষয়ে শরীর একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়। ○ অতিরিক্ত হস্ত মৈথুন পুংমৈথুন ইত্যাদি কারণে যৌনাঙ্গের উত্থান শক্তি রহিত হয়ে যায়। এ ধরনের ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ে।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ এ রোগ দেখা দিলে সাধারণতঃ মনে ভয়ানক দুশ্চিন্তা এবং হতাশা দেখা দেয়। এজন্য রোগীর আনন্দ উপভোগ, নির্মল বায়ু সেবন, সকাল বিকাল মুক্ত প্রান্তরে কিংবা নদীর তীরে ভ্রমণ খুবই প্রয়োজন। একা থাকা এবং চিন্তামগ্ন থাকা ভাল নয়।

রোগীর যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তবে 'অভয়া মোদক' দ্বারা প্রথমে পেট পরিষ্কার করে নিবে। তারপর মূল রোগের চিকিৎসা করবে। যদি আমাশয়, অতিসার, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা অন্য কোন জঠর রোগ থাকে, তবে প্রথমে তা নিরাময়ের পরে ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা করবে।

○ এ রোগে ডিমের কুসুম পিঁয়াজের টুকরার সাথে একাধারে তিন দিন খালি পেটে খেলে খুব উপকার হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

○ মাষকলাই ঘিতে ভেজে দুধের মধ্যে সিদ্ধ করবে। তারপর সে দুধের মধ্যে কাল তিল ভিজিয়ে সেবন করলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

○ চারা শিমুলের মূল ও তাল গাছের মূল একত্রে চূর্ণ করে ঘি এবং দুধের সাথে সেবন করবে।

○ কুকুরের লিঙ্গ কেটে সঙ্গমের পূর্বে উরুতে বেঁধে রাখলে লিঙ্গ নিস্তেজ হয় না।

○ তাজা গোশত, হাঁস, মুরগী ও মাছের ডিম এবং বড় পুঁটি মাছ ঘিতে ভেজে খাবে।

○ কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ ও ছাগলের অন্ডকোষ ভেজে লবণের সাথে খেলে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

○ প্রাচীন শিমূল মূলের রস পরিমাণ মত চিনিসহ কিছু দিন খেলে শুক্র বৃদ্ধি পায়।

○ আলকুশরী বীজ ও কুল পাতার বীজ চূর্ণ করে ঘি, মধু ও চিনিসহ মিশিয়ে ঈষৎগরম দুধের সাথে সেবন করলে অতি সঙ্গমেও বল হানি হয় না।

○ আমলকী চূর্ণ, ঘি, মধু ও চিনি মিশিয়ে চেটে খেয়ে দুধ পান করলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

○ গরুর লিঙ্গ মিহিন পাউডারের মত চূর্ণ করে সঙ্গমের পূর্বে মধুসহ খেলে নিস্তেজ লিঙ্গও পুনরুত্থিত হয়ে যথাযথভাবে কর্মক্ষম হয়।

○ মোরগের কোষদ্বয় শুকিয়ে চূর্ণ করে সাথে সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে মধুসহ মৃদু আগুনে জ্বাল দিবে, ঘনীভূত হয়ে গেলে নামিয়ে ছোট ছোট বড়ি বানিয়ে সঙ্গমের পূর্বে মুখে রাখবে। যতক্ষণ তা মুখে থাকবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

○ বড় বুট পিঁয়াজের রসে এক রাত ভিজিয়ে ভোরে তুলে তা ছায়াতে শুকাবে। সাত দিন এরূপ করে তা চূর্ণ করতঃ সমপরিমাণ মিছরি মিশিয়ে প্রত্যহ ভোরে ও শয়নকালে দুধসহ সেবন করবে।

○ বাদুড় ও চামচিকার রক্ত পদতলে মর্দনে লিঙ্গ দন্ডবৎ কঠিন হয়।

○ ছোলা ভেজে চূর্ণ করতঃ সাথে পাঁচটি ডিমের কুসুম মিশিয়ে পানিতে জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হয়ে গেলে এক ছটাক মধু ও এক ছটাক ঘি মিশিয়ে নেবে। অতঃপর চার তোলা করে প্রত্যহ ভোরে সেবন করবে।

○ দেড় পোয়া মধু জ্বাল দিয়ে খুব গাঢ় করবে। তারপর বিশটি ডিমের কুসুম ঐ মধুতে উত্তমরূপে মাড়বে। তার সাথে আকরকরা, লবঙ্গ, শুঁঠ প্রত্যেকটি চৌত্রিশ মাষা পরিমাণ নিয়ে চূর্ণ করে মধু ও ডিমের সাথে মিশিয়ে হালুয়া তৈরী করবে। অতঃপর প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় এক তোলা পরিমাণ সেবন করবে। সর্বপ্রকার ধ্বজভঙ্গে এ হালুয়া বিশেষ উপকারী।

○ দু'তোলা বড় বুট রাতে পানিতে ভিজিয়ে ভোরে এক একটি করে চিবিয়ে খাবে। অবশেষে মধু দিয়ে পানিটুকু সেবন করবে এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে শরীরচর্চা করবে। এতে শরীর সবল, যৌনাঙ্গ শক্ত ও কার্যক্ষম হবে।

○ গব্য ঘি, গব্য দুধ, পান্তার তেল সব এক পোয়া পরিমাণ করে নিয়ে মৃদু আগুনে পাক করবে এবং পাঁচ ছটাক থাকতে নামাবে। অতঃপর প্রত্যহ ভোরে দু'তোলা পরিমাণ খাবে। এতে কোমরের ব্যথা উপশম হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

○ ধ্বজভঙ্গ রোগে অন্য যেকোন ওষুধ ব্যর্থ হলে বসন্ত কুমার রসই একমাত্র ভরসা মনে করবে। তা যে কোন বড় কবিরাজী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ (১) এক টুকরা স্বর্ণের পাতে নিম্নের তাবিজ লেখে সঙ্গমকালে জিহ্বার নিচে রাখলে লিঙ্গ শক্ত ও দৃঢ় থাকবে। তাবিজ এই–

لام ع ط ط ع ٩
عـــــــق

○ সঙ্গম পূর্বে محسعليفعليل লিঙ্গে লেখে নিলে তা সুদৃঢ় থাকে।

○ নিম্নের আয়াত লেখে কোমরে বেঁধে রাখলে সহজে বীর্যপাত হয় না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يَاَرْضُ ابْلَعِىْ مَائَكِ
.... بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

পুংলিঙ্গ ব্যাধির চিকিৎসা

মৈথুন বা অন্য কোন অনাচারে পুংলিঙ্গের অগ্রভাগ মোটা ও গোড়া চিকন হলে নিম্নের ঔষধ ফলদায়ক।

○ পানির ভেকের চর্বি সোয়া তোলা, আকরকরা সাড়ে দশ মাষা, গব্য ঘি সাড়ে তিন তোলা– প্রথমে ঘি গরম করে সাথে ভেকের চর্বি মিশিয়ে কিছুক্ষণ মৃদু আগুনে জ্বাল দিবে। তারপর আকরকরার চূর্ণ মিশিয়ে এক ঘন্টা মাড়বে। তৎপর কিঞ্চিৎ গরম করে লিঙ্গের তলদেশে মালিশ করে একটি পান দিয়ে ঢাকবে এবং তার উপর নেকড়া দিয়ে সারা রাত বেঁধে রাখবে। ভোরে তা খুলে গরম পানি দ্বারা ধৌত করবে। লিঙ্গের উপর কিছু দানার মত উঠলে তার উপর মাখন প্রলেপ দিবে।

○ লিঙ্গে বেশ কিছুদিন গোপাল তেল মালিশ করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

○ সমুদ্র ফেনা পানিতে পিষে লিঙ্গে মালিশ করলে লিঙ্গ বড় হয় এবং সহসা উত্থিত হয়।

○ লিঙ্গ ক্ষুদ্র হয়ে গেলে তা প্রথমতঃ ঠান্ডা পানি দ্বারা ধৌত করতঃ মোটা কাপড় দ্বারা খুব রগড়াবে। এতে তথায় প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হলে তখন আদার মোরব্বার সিরা লাগিয়ে দিবে। এতে তা বড় ও শক্ত হবে, সঙ্গমে শান্তি পাবে।

○ রাখাল শলার মূল সাত দিন ছাগল ছানার ভাপনা দিয়ে লেপন দিলেও লিঙ্গ বড় ও শক্ত হয়।

○ নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব ভালরূপে পিষে লিঙ্গে মালিশ করলে উপকার হয়।

○ এক টুকরা নেকড়া আকন্দের দুধে তিন বার ভিজাবে, তিন বার শুকাবে। তৎপর গব্য ঘিতে ভিজিয়ে কিছু পরিমাণ তবকী হরিতালের গুঁড়া ছিটাবে। অতঃপর একদিক লোহার শিকের সাথে এবং অন্য দিক হাতে ধরে চেরাগের উপর ধরবে। এতে যে পরিমাণ ঘি চুইয়ে পড়বে তা শিশিতে ভরে রাখবে এবং লিঙ্গের মাথা বাদ দিয়ে সবটায় মালিশ করবে। অতঃপর পান দ্বারা জড়িয়ে নেকড়া দ্বারা বাঁধবে। এরূপ দু'সপ্তাহ করলে লিঙ্গ লম্বা, মোটা ও শক্ত হয়।

গর্মি বা সিফিলিস রোগের চিকিৎসা

গর্মি বা সিফিলিস অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে এবং মাথায় ফোস্কার মত হয়ে ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে এবং ফেটে পানি বের হয় ও খুব চুলকায়। অনেক সময় লিঙ্গ পচে যায়। কোন কোন সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও জখম হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় এ রোগ বাইরে প্রকাশ পায় না। বরং চর্মের নীচে থাকে। তবে বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়ে।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ

○ বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্মি ক্ষতে লাগালে ক্ষত শুকায়। অবশ্য মানুষের হাড় ব্যবহার দুরস্ত নেই।

○ খয়ের দু'ছটাক, হরিণের শিং ভস্ম দু'ছটাক, গেটে কড়ি ভস্ম এক ছটাক, তুঁতে ভস্ম এক ছটাক, মোম দু'ছটাক, মাখন এক পোয়া একত্রে মিশিয়ে গর্মি ক্ষতে লাগালে আরোগ্য হয়।

○ ত্রিফলার কাথ (নির্যাস) অথবা ভীমরাজের রস দ্বারা গর্মি ক্ষত ধৌত করবে। পেকে উঠলে জয়ন্তী, কবরী ও আকন্দের পাতার কাথে ধৌত করবে।

○ ময়দার একটি গুলির মধ্যে চার রতি শোধিত পারদ, তার উপর রস কর্পূর রেখে ময়দার গুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাইরেও কিছু না থাকে। অতঃপর গুলিটির উপর লবঙ্গের গুঁড়া মেখে এমনভাবে গুলিটি গিলে ফেলবে, যেন তা দাঁতে না লাগে। অতঃপর পান চিবিয়ে খাবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ সিফিলিসের জখম ও দানা দেখা দিলে اَفَحَسِبْتُمْ আয়াত শেষ পর্যন্ত তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। (উন্মাদ রোগ দ্রঃ) অতঃপর সে পানি একাধারে

দশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ দু'তিন বার করে পান করবে। পরে সরিষার তেলে কর্পূর মিশিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে দম করবে এবং সে পানি ১২০ দিন লিঙ্গে মালিশ করবে। আর আয়াতে শেফা ১২০ দিন চীনা বরতনে লেখে সেবন করবে। আল্লাহর রহমতে সিফিলিস রোগ আরোগ্য হবে।

সুপথ্য ঃ দিনে পুরাতন চালের ভাত, মুগ, ছোলার ডাল, আলু, পটল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, কলার থোড়, শজিনা ডাটা, কপি; আর রাতে রুটি, লুচি, সাগু, বার্লি, রসগোল্লা, গজা, পোতা বাদাম, কবুতর ও মুরগীর গোশত, দুধ ইত্যাদি সুপথ্য।

কুপথ্য ঃ নতুন চালের ভাত, মাষকলাই, লঙ্কার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ, বোয়াল মাছ, বাসী খাদ্য, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, প্রখর রৌদ্র, অতিরিক্ত ব্যায়াম, স্ত্রী সঙ্গম, বেগুন, গরুর গোশত, পিঠা, অধিক লবণ, দিবা নিদ্রা ইত্যাদি কুপথ্য।

গনোরিয়া রোগের চিকিৎসা

গনোরিয়াও সিফিলিসের মত মারাত্মক ব্যাধি। বেশ্যালয়ে গমন এবং দূষিত যোনীতে রমণক্রিয়া বা ঐ জাতীয় রোগীর সংস্পর্শে এলে এ রোগ দেখা দেয়। এ রোগে লিঙ্গের অভ্যন্তরে ঘা হয় এবং তা পেকে পুঁজ নির্গত হয়। লিঙ্গের মাথা ফুলে যায়, পেশাবে জ্বালা পোড়া হয়। কারো এ রোগ দেখা দিলে বংশানুক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ

○ তেঁতুলের কচি পাতা পানিতে ছেঁকে নিবে। অতঃপর তা একাধারে ২২ দিন ইক্ষু গুড়ের সাথে সেবন করবে। পিচকারি দিয়ে মূত্রনালী পরিষ্কার করবে। এ রোগে সারিবাদী সালসা অনেক দিন পর্যন্ত সেবন করলে উপকার হয়।

○ কাঁচা হলুদ ও ইক্ষু গুড় পরিমাণ মত সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

○ তেঁতুলের বীচি চূর্ণ এক তোলা সামান্য চিনিসহ একাধারে ৪০ দিন পর্যন্ত সকালে সেবন করলে বীর্য গাঢ় ও মূত্রনালীর দোষ দূর হয়।

○ শ্বেত পদ্মের কুঁড়ি ১ তোলা পরিমাণ নিয়ে এক ছটাক পানিতে কচলাবে। তারপর রাতে তা একটি পাত্রে রেখে দিবে। ভোরে ঐ পানি ছেঁকে চিনিসহ পান করবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

নিম্নের আয়াত তিন বার– পানিতে দম করবে।

قُلْنَا يَانَارُكُوْنِى .... الْاَخْسَرِيْنَ. পর্যন্ত

তারপর এ আয়াত তিন বার– سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ۔

তারপর চার قُلْ তিন বার, অতঃপর لَهُمُ الْبُشْرٰى হতে هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ পর্যন্ত তিন বার পড়ে পানিতে দম করবে। (মূত্রাশয় রোগ দ্রঃ)

প্রত্যেক আয়াতের আগে একবার সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। অতঃপর ঐ পানি প্রত্যহ তিন বার করে পান করবে। সাথে সাথে আয়াতে শেফা চীনা মাটির বরতনে লেখে সেবন করবে। এরূপ চল্লিশ দিন আমল করলে আল্লাহ্‌র রহমতে মূত্র রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গনোরিয়া রোগ আরোগ্য হবে।

পথ্য ঃ সিফিলিস আর গনোরিয়া রোগীর পথ্য একই। সিফিলিস রোগের আলোচনায় দেখে নেয়া যেতে পারে।

স্ত্রীলোকের যৌন ব্যাধির চিকিৎসা

অসাবধানতা, অসতর্কতা ও নানাবিধ অখাদ্য–কুখাদ্য ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে রস এবং রক্ত দূষিত হয়ে স্ত্রীলোকদের নানা ব্যাধি দেখা দেয়। স্ত্রীলোকদের সিফিলিস, গনোরিয়া রোগ দেখা দিলে পুরুষের অনুরূপ চিকিৎসা করবে।

চিকিৎসা ঃ

○ রোগের কারণে যোনী ঢিলা হয়ে গেলে এবং সর্বদা পানির মত নির্গত হতে থাকলে তেঁতুল বীজ চূর্ণ তুলায় পেঁচিয়ে যোনীর মধ্যে কিছু দিন দিয়ে রাখলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যোনীদেশ একেবারে কুমারী যোনীর মত এবং অন্যান্য যোনীর রোগও দূর হয়ে যায়।

○ ডিমের খোলের পাতলা পর্দা পিষে সাথে বাচ্চা কবুতরের রক্ত মিলিয়ে দু'তিন দিন যোনীদ্বারে ব্যবহার করলে যোনীদেশ দৃঢ় হয়।

○ ভেড়ার পশমের ময়লা যোনীদেশে ধারণ করলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

○ গর্ভাবস্থায় যোনীদ্বার জখম হলে কোন ওষুধ ব্যবহার করবে না। বরং সন্তান প্রসবের পর তা আপনা হতেই আরোগ্য হয়ে যাবে।

○ বলদ গরুর পিত্তে মিহিন পশম ভিজিয়ে অথবা খরগোশের চর্বি কিংবা পনিরের সাথে কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলিয়ে যোনীর মধ্যে ধারণ করলে যোনীদেশ শক্ত এবং সংকীর্ণ হয়।

স্বপ্নদোষের চিকিৎসা

অশ্লীল নাটক নভেল জাতীয় বই পুস্তক পাঠ, খারাপ ছায়াছবি দর্শন, কুচিন্তা ও কুসংসর্গ এবং কোন কোন জাতীয় খাদ্য খাদকের ফলে যুবক যুবতীদের স্বপ্নদোষ

দেখা দেয়। মূলতঃ যৌবনের আগমনে কদাচিৎ স্বপ্নদোষ হওয়া কোন রোগের মধ্যে গণ্য নয়। কিন্তু বার বার এমন হওয়া রোগেরই লক্ষণ। অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ হতে থাকলে শুক্র পাতলা হয়ে যায়। ধাতু দৌর্বল্য দেখা দেয়। এমনকি শরীরের দুর্বলতায় মস্তক ঘূর্ণন এবং আরো নানা উপসর্গ দেখা দেয়। চেহারা খারাপ হতে থাকে। চক্ষু বসে যায়, গাল ভেঙ্গে যায়। মাথা সব সময় গরম থাকে। অধিক রাত জাগার কারণে মাথা গরম হয়েও স্বপ্নদোষ হতে পারে।

প্রতিকার ঃ স্বপ্নদোষ দেখা দিলে প্রতিকারের জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন দরকার। যেমন সৎসংসর্গ অবলম্বন করবে। অশ্লীল বই পুস্তক, ছায়াছবি ও আলাপ আলোচনা বন্ধ করবে। চিৎ বা উপুড় হয়ে শুবে না। পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নিদ্রা যাবে না। অধিক উষ্ণ গুণসম্পন্ন দ্রব্য যথা ঝাল, টক ইত্যাদি খাবে না। বিশেষত রাতের বেলা একেবারেই বর্জনীয়।

চিকিৎসা ঃ

○ রাতে শয়নকালে এক টুকরা সীসা কোমরে বেঁধে শুবে।

○ নিদ্রা যাবার পূর্বে কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করলে স্বপ্নদোষ হবে না।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ নিদ্রায় যাবার পূর্বে সূরা তারেকের প্রথম হতে حَافِظٌ পর্যন্ত পাঠ করে শুবে।

○ শোয়ার সময় অঙ্গুলি দ্বারা ডান উরুতে آدَمُ এবং বাম উরুতে حَوَّا। লেখবে, এতে ইন্‌শাআল্লাহ্ স্বপ্নদোষ হবে না।

○ যদি পেটের কোন রোগ থাকে তবে ভিন্নভাবে ওষুধ করবে এবং নিম্নের তাবিজ লেখে ধারণ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ হতে وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ পর্যন্ত।

অর্শ রোগের চিকিৎসা

অর্শ কৃমির কারণে সৃষ্ট একটি ব্যাধি। কোন কোন সময় তা বংশানুক্রমে দেখা দেয়। কৃমির কারণে অধিকাংশ এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ পেট ভার থাকে, শরীর দুর্বল, পদদ্বয়ে অবসাদ, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, পীত বর্ণতা, শ্বাস, কাশ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য, মলদ্বারে যন্ত্রণা ও স্ফীতি এবং রক্তস্রাব ইত্যাদি লক্ষণ পেয়ে থাকে।

বাইরের লক্ষণ ঃ মলদ্বারের বাইরে মাংস অংকুরের মত নরম বা শক্ত হয়ে মলদ্বার সংকীর্ণ হয়ে যায়। রোগীর মল শক্ত হয়ে অনেক সময় মলদ্বার ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। আবার অনেক সময় মলদ্বারের সামান্য ভিতরে বা গভীরে মাংসাঙ্কুর হয়। তখন চিকিৎসা খুব কঠিন হয়।

প্রতিকার ঃ যে কোন প্রকার অর্শই হোক পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং যেসব খাদ্য-খাদকে পেশাব-পায়খানা তরল ও পরিষ্কার হয় তা খাবে। মেয়েলোকের অর্শ রোগ হলে প্রথমাবস্থায় রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার ওষুধ ব্যবহার না করাই ভাল।

○ প্রত্যহ এক আধ মুষ্টি কাঁচা চাল চিবিয়ে খেলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

○ অর্শে অধিক যন্ত্রণা থাকলে লোবান ও ধুপের ধোঁয়া লাগাবে।

○ কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বেটে ঘোলের সাথে পান করলে রক্তস্রাব অবশ্যই বন্ধ হবে।

○ ঘোষা লতার মূল বেটে প্রলেপ দিলে উপশম হয়।

○ পুরাতন ইক্ষু গুড় পানিতে গুলে সাথে শসা ফুল চূর্ণ পাক করে মলদ্বারে প্রবেশ করালে অর্শ রোগ আরোগ্য হয়।

○ আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, লাউয়ের কচি পাতা, করঞ্জের ছাল গোমূত্রে পিষে মাংসাঙ্কুরের মুখে লাগালে অর্শ রোগ ভাল হয়।

○ ওল চূর্ণ এক ভাগ, বিতা মূল আট ভাগ, আদা শুঁঠ চার ভাগ, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, আলমূলা আট ভাগ, গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচি দু'দু' ভাগ করে নিয়ে চূর্ণ করবে এবং পুরাতন গুড়ের সাথে মিশ্রিত করে মোদক প্রস্তুত করবে। এ মোদক অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদিতেও বিশেষ ফলদায়ক।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ যে কোন অর্শে নিম্নের আয়াত লেখে ধারণ করলে আরোগ্য হয়।

وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَائَكِ হতে بَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত এবং قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَاۤءٍ مَّعِيْنٍ পর্যন্ত।

○ লাল রংয়ের আট গজ সুতাতে একুশটি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার করে সূরা লাহাব পড়ে দম করবে।

তারপর ডান দিক হতে দশ বার করে নিম্নের আয়াত পড়ে দম করবে–

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ۔

তারপর বাম দিকে হতে একবার করে নিম্ন আয়াত পড়ে দম করবে— وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَاۤءَكِ হতে لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত।

ভগন্দর রোগের চিকিৎসা

এ রোগ অর্শের চেয়েও মারাত্মক। মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে দু'আঙ্গুল পরিমিত স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্রন উৎপন্ন হয়। উক্ত ব্রন পেকে নালীতে পরিণত হলে তাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরে নালী ক্রমশঃ বড় হয়ে তার মুখ দিয়ে মলমূত্র এবং শুক্র পর্যন্ত নির্গত হতে পারে। সকল প্রকার ভগন্দরই অত্যধিক যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টকর।

ওষুধে চিকিৎসা ঃ

○ প্রতিদিন ত্রিফলার কাথে ভগন্দের ক্ষত ধুলে তা উপশম হয়।

○ আধা সের সরিষার তেল, জারিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মাড়িত তাম্র সমপরিমাণ নিয়ে সূর্য তাপে গরম করে ক্ষতস্থানে লাগালে বিশেষ উপকার হয়।

○ জাতি পাতা, কচি বট পাতা, গুলঞ্চ, আদা শুঁঠ, সৈন্ধব লবণ গুলে পিষে প্রলেপ দিলে ভগন্দর আরোগ্য হয়।

○ মলদ্বারে যন্ত্রণাদায়ক ব্রন উঠামাত্র বট পাতা, পানিস্থিত ইট চূর্ণ, আদা শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা— এ সকল একত্রে পিষে ব্রনে প্রলেপ দিবে। এতে দূষিত রস ও রক্ত পরিষ্কার হয়ে ব্রন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ নিম্নের দোয়া এবং আয়াত পাঠ করে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে মুখের লালা লাগিয়ে আঙ্গুল মাটিতে লাগাবে। এতে যে পরিমাণ মাটি উঠে তা ভগন্দর ও ব্রনরের উপর লাগাবে। এভাবে দু'তিন দিন আমল করলে ভগন্দর ও ব্রণের ব্যথা কমে যাবে। بِتُرْبَةِ مِّنْ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا ও اَفَحَسِبْتُمْ শেষ পর্যন্ত। ৩ বার পাঠ করে পানিতে দম করে তা পান করবে।

আর ৩ বার رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং দশ বার مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا পড়ে সরিষার তেলে দম করে এগার দিন মালিশ করবে।

○ চীনা মাটির বরতনে সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লেখে রোগীকে সেবন করাবে। এ আমল অন্ততঃ সাত দিন করবে।

সুপথ্য ঃ অর্শ ভগন্দর রোগে দিনে পুরাতন সিদ্ধ চালের ভাত, মুগ ডাল, আলু, পটল, মানকচু, উচ্ছে, কলার থোড়, শজিনা ডাটা, কপি, ডুমুর এবং রাতে রুটি,

লুচি, সাগু, পেঁপে, নটে শাক, কলমি শাক, মোচা, মাগুর মাছ, কৈ মাছ, রুই মাছ, দুধ, মাখন, মিশ্রি, কাল তিল প্রভৃতি হিতকর পথ্য।

কুপথ্য ঃ ভাজা, পোড়া দ্রব্য, দধি, পিঠা, রাত জাগরণ, রৌদ্র-তাপ, পেশাব পায়খানার বেগ ধারণ, সাইকেল চালনা, ঘোড় দৌড় ইত্যাদি।

বাগী রোগের চিকিৎসা

বাত প্রভৃতির দোষে কুচকি বা উরু সন্ধিতে যে ফুলা উৎপন্ন হয় তাই বাগী নামে পরিচিত। এর সাথে জ্বর এবং অত্যন্ত বেদনাও দেখা দেয়।

চিকিৎসা ঃ

○ বাগী উঠার প্রথম অবস্থায় বটের বা কালকুচের আঠা দ্বারা প্রলেপ দিলে বাগী বসে যায়। গুড়, চুন বা শজিনার আঠা এবং চিনি একত্রে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে বাগী আরোগ্য হয়।

○ একটা কাক মেরে তৎক্ষণাৎ পেট ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে ঐ খালি পেটটি দিয়ে বাগী ঢেকে দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

○ কালজিরা, কুড়, গম, কুল, আদা শুঁঠ সবগুলো সমপরিমাণ কাঁজিতে পিষে সামান্য গরম করে তা দিয়ে প্রলেপ দিলে বাগী উপশম হয়।

গোদ বা শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা

গোদ বা শ্লীপদ রোগ হওয়ার পূর্বে বাগীর আকারে কুচকি বা উরুতে ফুলা, বেদনা ও জ্বর হয়। ক্রমে তা কোন এক পা বা উভয় পায়ে নেমে হাতীর পায়ের আকার ধারণ করে।

যদি পিত্তের জোর থাকে, তবে গোদ হতে পীত এবং দাহ ও জ্বর দেখা দিবে। আর যদি বায়ুর জোর বেশী থাকে, তবে গোদ হতে কাল বর্ণ এবং তার সাথে জ্বর ও বেদনা দেখা দিবে। আর কফের জোর বেশী হলে গোদ পাণ্ডুর বর্ণ অথবা শ্বেত বর্ণ হবে।

ঔষুধে চিকিৎসা ঃ

○ দেবদারু, চিতামূল, গোচনায় পিষে সামান্য গরম করে প্রলেপ দিলে গোদ রোগ দূর হয়ে যাবে।

○ শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজিতে বেটে প্রলেপ দিলে গোদ ভাল হয়।

○ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টি মধু, গুড় কামাই, পুণর্নবা একত্রে কাঁজিতে বেটে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

○ কনক ধুতরা মূল, নিসিন্দা, পুণর্নবা, শজিনা মূলের ছাল এবং সরিষা পিষে প্রলেপ দিলে গোদ রোগ সমূলে ভাল হয়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ কিছু শুষ্ক মাটি নিয়ে وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ হতে الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত পড়ে তিন বার, قُلْ اَرَاَيْتُمْ হতে مَّعِيْنٍ পর্যন্ত দুবার পড়ে মাটিতে দম করবে। অতঃপর পাঠক নিজের মুখের কিছু থুথু ঐ মাটিতে নিক্ষেপ করে তা দিয়ে গোদের উপর প্রলেপ দিবে।

○ সরিষার তেল, পাঁচ প্রকার লবণ, তার্পিন ও কর্পূর একত্রে মিশিয়ে নিম্নের আয়াতগুলো ও দোয়া পড়ে দম করবে।

৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ হতে خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ পর্যন্ত (জরুরী আয়াত দ্রঃ)

৩ বার ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ হতে عَذَابٌ اَلِيْمٌ পর্যন্ত

৩ বার وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ হতে نَذِيْرًا পর্যন্ত

৩ বার بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ হতে السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ পর্যন্ত।

৩ বার قُلْ اَرَاَيْتُمْ হতে بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ পর্যন্ত।

৩ বার وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَاتَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ـ

১০ বার رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

১০ বার مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا

এভাবে একাধারে দেড় মাস আমল করে দৈনিক ৪/৫ বার তেল মালিশ করলে ইনশাআল্লাহ্ গোদ রোগ আরোগ্য হবে।

গোড়শূল রোগের চিকিৎসা

পায়ের গোড়ালির তলদেশে গোড়শূল বেদনা হয়ে থাকে। এটা একটা গেজের মত হয়। চলাফেরা করতে খুবই কষ্ট হয়। পিত্তের কারণে তা হয়ে থাকে। তবে পায়খানা যথারীতি পরিষ্কার থাকলে এবং বেশ কিছু দিন কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, গুলঞ্চের কাথ বা নির্যাস সেবন করলে এবং অনবরত একটু একটু গরম দুধ পান করলে এ রোগ উপশম হয়।

কোমর বেদনার চিকিৎসা

কোমর বেদনার কারণ বহু হতে পারে। যথা– ঠাণ্ডা লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, গুর্দা ব্যাধি, পানাহার, চলাফেরা ইত্যাদির অসাবধানতাজনিত কারণে কোমর বেদনা হয়ে থাকে। রোগের কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করবে।

○ অতি ঠান্ডার কারণে কোমর ব্যথা হলে দুতোলা মধু, আধ পোয়া মৌরি ভিজান পানি মিশিয়ে সাথে ছয় মাষা কালজিরা, ছয় তোলা মধু দিয়ে চিবিয়ে খাবে। এ ছাড়া ডান বাম যে কোন বেদনার জন্য তা উপকারী।

○ মেয়েলোকের মাসিক স্রাব অবস্থায় কোমরে ব্যথা দেখা দিলে তাকে বাধক বেদনা বলে। তার ওষুধ বাধক বেদনা অধ্যায়ে দেখে নিবে।

○ থানকুনির পাতা লবণের সাথে পিষে প্রলেপ দিলে কোমরের ব্যথা দূর হয়।

○ বিপুল মূলের ছাল শুকিয়ে চূর্ণ করে চিনিসহ সেবন করবে। এভাবে একুশ বা চল্লিশ দিন সেবন করলে কোমর বেদনা ভাল হয়ে যাবে।

○ শীতকালে সন্তান প্রসবের পর স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যাভাবে প্রসূতির কোমর বেদনা হতে পারে। এ বেদনায় অর্ধ সিদ্ধ ডিমের সাথে নিমক সোলায়মানী সেবন করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ফোঁড়া ও ব্রন রোগের চিকিৎসা

ফোঁড়া ও ব্রন প্রথমে চামড়ার নীচে শরীরের মধ্যে সৃষ্টি হয়। যখন বাইরে ফুটে উঠে তখন আমরা তা অনুভব করি বা দেখি। কাজেই এ জাতীয় রোগ বসিয়ে না দিয়ে পাকিয়ে পুঁজ রস ইত্যাদি বের করে দেয়া ভাল।

চিকিৎসা ঃ

○ ফোঁড়া বা ব্রন একান্তই বসিয়ে দিতে চাইলে গম, যব ও মুগ সিদ্ধ করে পিষে প্রলেপ দিবে।

○ ফোঁড়া বা ব্রন প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রযব চালুনি পানিতে পিষে কিংবা গোল মরিচ পিষে অথবা খুঁটের ছাইয়ের প্রলেপ দিবে। এতে ব্রন বসে যায়।

○ চিরতা, নিমছাল, যষ্টি মধু, মুতা, পলতা, বাসক ছাল, ক্ষেতপাপড়া, বেনার মূল, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব—এসবের কাথ বা পাচন পান করলে ব্রনের জ্বালা ও দাগ প্রশমিত হয়।

○ ফোঁড়ায় শজিনা মূলের ছাল বেটে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

○ তোকমা পানিতে ভিজিয়ে ফোঁড়ার মুখের চার পার্শ্বে লাগিয়ে দিলে শীঘ্রই ফোঁড়া পেকে যায়।

○ ফোঁড়ার মুখ বাকী রেখে চতুর্দিকে মনা পাতা ছেঁচে লাগিয়ে দিলে মধ্যকার শক্ত পুঁজ পানি হয়ে ফেটে বের হয়ে যাবে।

○ দশমূল বেটে গব্য ঘিসহ আগুনে গরম করে প্রলেপ দিবে। এতে ফোঁড়া বসে যাবে।

○ আম পাতা, নিম পাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বেটে ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে প্রলেপ দিবে।

○ ছোট গোয়ালের পাতা পিষে প্রলেপ দিলে ব্রন, ফোঁড়া পেকে আপনা আপনি পুঁজ বের হয়ে যায়।

○ গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসক ছাল, নিম ছাল, ক্ষেতপাপড়া, খাদির কাষ্ঠ, মুতা—এসবের পাচন করে পান করলে ব্রনঘটিত জ্বর আরোগ্য হয়।

○ করন্ত, ভেলা, দন্তি, চিতামূল, কবরীমূল এবং কবুতর, কাক বা শকুনের মল—এগুলো ফোঁড়া বা ব্রনে লাগালে তা ফেটে পুঁজ রস বের হয়ে যায়।

○ শন বীজ, মূলা বীজ, মসিনা, শজিনা বীজ, তিল, সরিষা, যব, গম– এসব দ্রব্যের পুলটিস করে দিলে ফোঁড়া বা ব্রন পেকে উঠে।

○ সাপের খোলস আগুনে ভস্ম করে সরিষার তেলে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া বা ব্রন পেকে যায়।

○ গরুর দাঁত পানিতে ঘষে বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রনে লাগালে কঠিন ফোঁড়া বা ব্রন হলেও ফেটে যাবে।

যে কোন জ্বরের তদবীর

○ ১১ বার দরূদ শরীফ এবং ৭ বার সূরা ফাতেহা পড়ে কার্পাস তুলার উপর ফুঁক দিয়ে ডান কানে রাখবে। অনুরূপ আমল করে আবার বাম কানে ধারণ করবে।

○ যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চীনা মাটির বরতনে সাত বার সূরা ফাতেহা লেখে বৃষ্টি বা গোলাপ পানি দ্বারা ধুয়ে খাওয়াবে।

○ অথবা, অনুরূপভাবে বিসমিল্লাহসহ নিম্নের তাবিজ লেখে সেবন করাবে।

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِىْ الرَّقِيْقِ وَعَظْمِىْ الدَّقِيْقِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيْقِ
يَا اُمَّ فُلَانْ اِنْ كُنْتَ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمْ فَلَا تُوْذِ الرَّاْسِ وَلَا

تُفْسِدُ الْفَمَ وَلَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَلَا تَشْرَبِ الدَّمَ وَتَحَوَّلِىْ عَنْ حَامِلِ هٰذَا الْكِتَابُ اِلٰى مَنْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ -

○ নিম্নের তাবিজ বিসমিল্লাহসহ লেখে গলায় ধারণ করলে যে কোন কঠিন জ্বর হোক আরোগ্য হবে।

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اِلٰى اُمُّ مَلْوْمِ الَّتِىْ تَأْكُلُ اللَّحْمِ وَسَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ تَشْرَبُ الدَّمَ وَتَهْشِمُ الْعَظَمَ اَمَّا بَعْدُ يَااُمُّ مَلْوْمٍ اِنْ كُنْتُ مُؤْمِنَةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتُ يَهُوْدِيَةً فَبِحَقِّ مُوْسٰى الْكَلِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتُ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - اَنْ لَا اَكَلْتُ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَحْمًا وَّلَا تَشْرَبُ لَهُ دَمًا وَّلَا هَشْمَةً لَّهُ عَظْمًا وَّتَحَوَّلُوْا عَنْهُ اِلٰى مَنْ اِتَّخَذَ مَعَ اللّٰهُ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ وَاِلاَّ فَاَنْتَ بَرِيْئَةٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بَرِئٌ مِّنْكَ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ -

জ্বরের সুপথ্য ঃ নতুন জ্বরে মিছরি, বাতাসা, ডালিম, কিশমিশ, খৈ, সাগু, বার্লি, এরারুট ইত্যাদি লঘুপাক খাদ্য দিবে। গরম পানি ঠাণ্ডা করে পান করবে। আর শ্লেষ্মা ও বাত জ্বর হলে ঈষৎ গরম পানি পান করবে। কৈ মাছ, শিং মাছ ভাল পথ্য। বেশী ক্ষুধা পেলে পাউরুটি খেতে পারে। জ্বর বন্ধ হলে পুরাতন চালের ভাত খেতে পারে। জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃত এবং পাণ্ডু রোগে দিনের বেলা পুরাতন চালের ভাত, বেগুন, পটল, উচ্ছে, মান কচু, কাঁকরোল, করলা ইত্যাদিও খেতে পারে। রোগী বেশী দুর্বল হলে কবুতর বা মুরগীর বাচ্চা কিংবা বকরীর গোশতের ঝোল খেতে পারে।

কুপথ্য ঃ রোগী কিছু শক্তি সঞ্চয় না করা পর্যন্ত সর্বপ্রকার গুরুপাক ও কফবর্ধক দ্রব্য ভোজন, শরীরে তেল মর্দন, গোসল, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, ঠাণ্ডা পানি পান ও অধিক বায়ু সেবন ক্ষতিকর।

চর্ম রোগের চিকিৎসা

চর্মরোগের ধরন ও লক্ষণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা—দাদ, খোস-পাঁচড়া, কাউর ঘা, মুখে দাগ-আগুন পড়া চর্ম ইত্যাদি। এখানে সংক্ষেপে তা লিপিবদ্ধ করছি ঃ

দাদ রোগ ঃ দাদ রোগ অত্যন্ত বিদঘুটে চর্ম রোগ। এতে খুব বেশী চুলকায় এবং দিন দিন চার দিকে বিস্তার লাভ করে।

চিকিৎসা ঃ

○ চাকুন্দের বীজ, কুড়, সৈন্ধব লবণ, শ্বেত সরিষা ও বিড়ঙ্গ কাঁজির পানিতে পিষে প্রলেপ দিলে দাদ আরোগ্য হয়।

○ চাকুন্দের বীজ, আমলকী, ধন্য মনসার আঠা কাঁজিতে পিষে প্রলেপ দিবে।

○ খুব তেজী (কড়া ঝালওয়ালা) কপি (সাদা পাতা) চূর্ণ করে ডুমুর পাতা প্রভৃতি দ্বারা দাদ ঘর্ষণ করে লাগিয়ে দিলে দাদের পোকা মরে যায় এবং দাদ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

কাউর ঘা ঃ একটি নারিকেল ছিদ্র করে তার পানির মধ্যে চাউল রেখে দিবে। কিছুদিন পর ঐ চাউল পচে গেলে সে পচা চাউল ও পানি উত্তমরূপে ছেঁকে কাউর ঘায়ে প্রলেপ দিলে শীঘ্র ঘা শুকিয়ে যাবে। এ ঔষধ খোস-পাঁচড়ার জন্যও অদ্বিতীয় উপকারী।

খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি ঃ

○ প্রতিদিন প্রত্যূষে কাঁচা হলুদ ইক্ষু গুড়সহ চিবিয়ে খেলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি নিরাময় হয়।

○ গন্ধক চূর্ণ সরিষার তেলে মিশিয়ে সূর্যের তাপে গরম করে প্রলেপ দিলে খোস-পাঁচড়া, চুলকানি রোগ ও কাউর ঘা আরোগ্য হয়।

○ আকন্দ পাতার রস হলুদ চূর্ণসহ সরিষার তেলে জ্বাল দিয়ে খোস-পাঁচড়া, চুলকানি ও কাউর ঘাতে লাগালে শুকিয়ে যায়। তবে তা প্রথমাবস্থায় নয়, বরং কয়েক দিন পুঁজ, রস ও দূষিত রক্ত বের হবার পর ব্যবহার করবে।

মুখের দাগ ঃ ○ দনিয়া, লোধ, বচ অথবা শ্বেত সরিষা এবং সৈন্ধব লবণ পানিতে পিষে লাগালে মুখের দাগ দূরীভূত হয়।

○ রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, প্রিয়ঙ্কুর, নতুন বটের অঙ্কুর এবং মসুরী বেটে প্রলেপ দিলে মুখের দাগ, ব্রন ইত্যাদি দূর হয়।

○ মসুরী পানিতে ভিজিয়ে দুধের সরসহ পেষণ করে একাধারে সাত দিন লাগালে মুখের যাবতীয় দাগ দূর হয় এবং মুখ মসৃণ হয়।

অগ্নিদগ্ধ ক্ষত ঃ ○ আগুনে শরীরের কোন স্থান দগ্ধীভূত হলে ক্ষতস্থানে মধু লাগিয়ে তার উপর যব চূর্ণের প্রলেপ দিলে জ্বালা নিবারণ হয়।

○ তিল এবং যব পোড়া ভস্ম দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানের মাংস পূর্ণ হয়ে উঠে।

○ লুচি ভাজা ঘি মিশিয়ে খেলে সকল প্রকার ক্ষত শুকিয়ে যায়। মাখন দ্বারা প্রলেপ দিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ ○ নিম্নের আয়াত পড়ে পানিতে ফুঁকিয়ে কিছু দগ্ধস্থানে ছিটিয়ে দিলে আল্লাহ্‌র রহমতে জ্বালা নিবারণ হয় ও ঘা শুকায়।

আয়াত এই— قُلْنَا يَانَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

○ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা তাবিজ লেখে ধারণ করবে অথবা চীনা মাটির বরতনে লেখে বৃষ্টি বা গোলাপ পানি দ্বারা ধুয়ে রোগীকে খাওয়াবে।

○ ডাবের নরম লেওয়ার দ্বারা দগ্ধীভূত স্থানে প্রলেপ দিলে দাগ মিশে গিয়ে চামড়া স্বাভাবিক হয়ে যায়।

বিষ নষ্ট করার ব্যবস্থা

বিষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক জঙ্গম বা উদ্ভিদ বিষ, দুই স্থাবর বা ধাতব বিষ।

সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদির বিষকে জঙ্গম বা উদ্ভিদ বিষ বলা হয়। আর ধাতব দ্রব্য ইত্যাদির বিষকে স্থাবর বিষ বলে। তবে বিষ যে ধরনেরই হোক বমনের মাধ্যমে তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়। তাই দেহের ভিতর বিষ ঢুকা মাত্র প্রচুর বমনের ব্যবস্থ করা আর ঘুম থেকে বিরত রাখা কর্তব্য।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা ঃ ○ দারমূস, আফিম প্রভৃতি যে কোন প্রকার বিষই হোক, তিন তোলা আদার রসের সাথে চার আনা হিং মিশিয়ে খাওয়ালে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

○ কলমী শাকের ডাটা ও পাতার রস দু'ছটাক পরিমাণ সেবন করালে সাথে সাথে বমি হয়ে উপকার দেখা দিবে।

উদ্ভিদ বিষ চিকিৎসা ঃ সাপ ইত্যাদি বিষাক্ত জীবে দংশন করলে বা দংশন করেছে বলে সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ দংশিত স্থানের কিছু উপরে খুব কষে বন্ধন দিবে। এ নিয়মটি খুব উপকারী।

○ সোহাগার খৈ কিংবা আকন্দের মূল পানিতে পিষে সেবন করলে সাপের বিষ নষ্ট হয়।

○ ঈচার গাচের মূল চিবিয়ে রস ভক্ষণ করলে সাপের বিষ নষ্ট হয়।

○ শুষ্ক চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করে দংশিত স্থানে কিছুক্ষণ পর পর প্রলেপ দিলে বিষ শোষণ করে আনবে।

○ সাপে দংশন করার সাথে সাথে শুষ্ক কাপড় দ্বারা দংশিত স্থান মুছে ফেলতে পারলে আর বিষ শরীরের ভিতর ঢুকবে না। তবে কাপড়খানা আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে।

○ সাপ মেরে সেটির মাথার পিছনের হাড় সাথে রাখলে সর্প দংশন হতে নিরাপদে থাকা যায়। ঐ হাড় চূর্ণ করে পানির সাথে পান করলে তৎক্ষণাত বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

○ দু'আনা পরিমাণ মুরগীর বিষ্ঠা দু'আনা লোশাদর পানিতে মিশিয়ে গরম করতঃ রোগীকে সেবন করালে তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট হয়ে যায়। বমির সঙ্গে সঙ্গে বিশ বের করে রোগীকে আরোগ্য দান করে।

○ এক সের নিশাদল পাচনের পানিতে গুলে সাপের গর্তে ঢেলে দিলে সাপ বের হয়ে যাবে এবং সে পানি ঘরে মাঝে মাঝে ছিটিয়ে দিলে ঘরে আর সাপ আসবে না।

○ সাপের গর্তে রাই সরিষা ভরে দিলে সাপ মরে যায়। বিছানায় রাখলে সাপের ভয় থাকে না।

○ সাপের মুখে যদি মানুষের মুখের লালা লাগিয়ে দেয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ সাপ মরে যায়।

○ সাপে কাটা রোগীকে একটি বকুলের দানা খাওয়ালে বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

○ রোগী বিষের জ্বালায় বেহুশ হয়ে গেলে তুঁতে পোড়া চূর্ণ সামান্য পরিমাণ একটি কাগজে রেখে নাকের কাছে এনে ফুঁক দিবে, যেন ঐ ঔষধ মগজে পৌছে যায়। এতে ধারণাতীত ফল লাভ হবে।

○ সমপরিমাণ নিশাদল ও চুন শিশিতে রেখে রোগীকে তার ঘ্রাণ নিতে দিলে মাথার বিষ নেমে আসে।

○ লজ্জাবতীর পাতা দ্বারা রোগীর মাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে আনলে সাপের বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

○ মরিচ, শুঁঠ, বালা ও নাগেশ্বর পিষে প্রলেপ দিলে মধুপোকা, ভীমরুল ইত্যাদির বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

○ বিচ্ছু দংশন করলে সাথে সাথে বিচ্ছুটি মেরে সেটির নাড়িভুঁড়ি দংশিত স্থানে লাগিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

তদবীরে বিষ চিকিৎসা ঃ

○ হাত বা পায়ের আঙ্গুলে ডোর বেঁধে একজন তা টানবে আর একজন সূরা ফাতেহা পড়ে কাপড়ের পাকানো ফড়ি দ্বারা রোগীর শরীরে আঘাত করবে এবং দম করতে থাকবে। এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা করার পর বিষ ডোর বাঁধা স্থানে থাকলে তা আঙ্গুলের মুখে টেনে আনবে।

○ এক খন্ড কাগজে বিসমিল্লাহ এবং নিম্নের অক্ষরগুলো লেখে ধুয়ে রোগীকে খাওয়াবে। এতে বমি হয়ে বিষ বের হয়ে যাবে।

س ل ا م ع ل ی ن و ح ی ا ل ع ا ل م ی ن و مـحا حا

○ নিম্নের তাবিজটি লেখে লোহার মাদুলিতে পুরে ঘরের চার কোণায় পুঁতে রাখলে সে ঘর হতে সাপ বের হয়ে যাবে। আর কখনো ঢুকবে না।

١١١ ١١ ٨١ ١٧ رح ٧٥٥ ١١ ٥ ١١ ٥ ١١ ١١. ١١ وو ا٥ يـر و ا١١م ١١

ا ح ط ١٥٥

○ কেউ দূর হতে কোন লোকের সাপে দংশনের খরব নিয়ে এলে বিসমিল্লাহসহ নিম্ন আয়াত পড়ে ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি সংবাদদাতার ললাটে কিঞ্চিৎ জোরে মারবে। সাত বার এরূপ করলে দূরবর্তী রোগীও ভাল হয়ে যাবে। আয়াত এই—

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ۔

কুকুরের কামড়ের বিষ চিকিৎসা

○ ধুতরার পাঁচটি ফুল হলুদের সাথে পিষে তিন দিন সেবন করলে পুকুরের কামড়ের বিষ নষ্ট হয়।

○ কুকুর বা শৃগাল কামড়ানোর পর অধিক সময় অতিবাহিত হলে জলাতঙ্ক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। জলাতঙ্ক ব্যাধির চিকিৎসা নিম্নরূপ—

দুধ ও আকন্দ পাতার রস সমপরিমাণ নতুন মাটির পাতিলে রেখে রোগীকে সেবন করাবে। চিড়া ভাজা আর দুধ ছাড়া অন্য কিছু খেতে দিবে না। এভাবে দু'তিন দিন খাওয়াবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ ৪০ বার اَللّٰهُ الصَّمَدُ পড়ে কাঁসের থালায় দম করে সাপ, কুকুর বা শিং মাছে দংশিত রোগীর পিঠে লাগালে বিষ থাকাকালীন ঐ থালা পড়বে না। বিষ নষ্ট হবার সাথে সাথে তা নীচে পড়ে যাবে।

○ একাধারে ৪০ দিন এক খণ্ড রুটির উপর নিম্নের আয়াত লেখে কুকুর বা শৃগাল দংশিত রোগীকে খাওয়ালে বিষ নষ্ট হয়ে যাবে।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۔

শিশু রোগের চিকিৎসা

শিশু সন্তান মাতার রোগ বা রক্তদোষজনিত কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। তখন মাতার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নেবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে শিশুর মাতৃস্তন্য পান বন্ধ রাখতে হবে।

সাধারণ রোগের চিকিৎসা

○ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর ক্রন্দন না করলে খুব আস্তে আস্তে পিঠে আঘাত করতে থাকবে। অথবা তার দু'পা ধরে উপুড় করে কাঁদাবার চেষ্টা করবে।

○ নবজাত শিশু স্তন্যপান না করলে আমলকী ও হলুদ চূর্ণ ঘি বা মধুতে মিশিয়ে জিহ্বায় ঘর্ষণ করবে।

○ স্তন্য দুগ্ধ পান করে শিশু বমি করে ফেললে তাকে বৃহতি ও কন্টকারী ফলের রস পান করাবে।

○ শিশু গরুর দুধ খেয়ে বমি করলে দুধের সাথে এক ফোঁটা চুনের পানি মিশিয়ে সেবন করাবে।

○ শিশুর গলায় শ্লেষ্মা বসে গেলে আদা শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, হরীতকী, হলুদ ও বচ বেটে উপযুক্ত পরিমাণ দুধের সাথে মিশিয়ে সেবন করাবে।

○ শিশুর জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাশ এবং বমন হলে মুতা, পিপুল, আতইচ, কাঁকড়া, শৃঙ্গির চূর্ণ চেটে খেতে দিবে।

○ শিশুর বমন ও হিক্কা হলে আমের আঠার মজ্জ, খৈ ও সৈন্ধব লবণ পিষে মধুসহ চেটে খেতে দিবে। তাছাড়া চিনি, মধু ও লেবুর রসের সাথে পিপুল গোল মরিচ চূর্ণ চেটে খেলেও শিশুর বমন এবং হিক্কা বন্ধ হয়।

○ শিশুর আম অতিসার হলে লবঙ্গ, জায়ফল, জিরা ও সোহাগার খৈ সমপরিমাণে চূর্ণ করে খেতে দিবে।

○ শিশুর রক্ত অতিসারে তিল ও যষ্টি মধু পিষে তাতে কিঞ্চিত তিল তেল, চিনি ও মধু মিশিয়ে খাওয়াবে।

○ বটের মূল পেষণ করে আতপ চাউল ধোয়া পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুর গ্রহণী এবং মারাত্মক অতিসার রোগ আরোগ্য হয়।

○ শিশুর কোনরূপ চক্ষু পীড়া দেখা দিলে মনছাল, পিপুল, শঙ্খনাভী ও রসাঞ্জন মধুর সাথে মর্দন করে বটি প্রস্তুত করতঃ তার অঞ্জন চোখে দিলে যাবতীয় চক্ষু পীড়া আরোগ্য হয়।

○ শিশুর বুকে বেদনা হলে খুব আস্তে আস্তে গরম সরিষার তেল মালিশ করবে।

○ শিশুর পেটের বেদনা হলে এক বোতল গোলাপ পানিতে আধা ছটাক লবঙ্গ মিশিয়ে এক সপ্তাহ রৌদ্রে তাপ দিবে। অতঃপর অল্প অল্প করে প্রত্যহ খালি পেটে তা হতে পান করাবে। এটা শিশুর পেটের যে কোন রোগের জন্য খুবই উপকারী।

জ্বিনের নজরজনিত রোগে

অনেক সময় জ্বিনের নজরজনিত কারণেও শিশুর নানাবিধ রোগ দেখা দেয়। যে কোন কারণেই হোক, নিম্নের 'হেরজে আবি দোজানা' তাবিজ লেখে শিশুর গলায় বেঁধে দিলে আল্লাহ্‌র রহমতে আরোগ্য হবে। হেরজে আবি দোজানা তাবিজ এই—

بِسْمِ اللّٰهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِيْنَ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَّارَحْمٰنُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ تَكُ عَاشِقًا مُّرِيْعًا اَوْ فَاجِرًا مُّقْتَحِمًا اَوْ رَاعِيًا حَقًّا مُّبْطِلًا هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُقْلَبُوْنَ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ حٰمٓعٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللّٰهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উম্মুস সিবইয়ান রোগ এ রোগে কখনো কখনো শিশু একেবারে বেহুশ হয়ে যায়। তার হাত পা বাঁকা হয়ে যায়। অনেক সময় মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়। অনেকটা মৃগীর মত মনে হয়।

প্রতিকার ○ এ অবস্থা দেখা দিলে তার মুখ পরিষ্কার করে দিবে, বাজু ও রানে কষে বাঁধ দিবে আর শরীরে সরিষার তেল মালিশ করতে থাকবে।

○ হেরজে আবি দোজানার তাবিজ লেখে গলায় বেঁধে দিবে। আয়াতে শেফার তাবিজও দিবে এবং আয়াতে শেফা পড়ে শরীরে ফুঁক দিবে।

○ এ রোগে অনেক সময় শিশু একেবারে শুকিয়ে যেতে থাকে। তখন চীনা মাটির বরতনে আয়াতে শেফা লেখে সেবন করাবে এবং যার দুধ পান করে তার খাদ্য-খাদকে ঠাণ্ডা জাতীয় জিনিস দিবে।

স্তনের দুধ বসে গেলে ○ স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য বিসমিল্লাহ্‌সহ নিম্নের আয়াত পাঠ করে লবণের উপর ফুঁক দিয়ে শিশুর মাতাকে খেতে দিবে। আল্লাহ্‌র রহমতে দুগ্ধ বৃদ্ধি পাবে।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ

○ শুষ্ক মাটিতে সাত বার সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিয়ে মুখের থুথুসহ ঐ মাটি দৈনিক পাঁচ-সাত বার মাতৃস্তনে লেপে দিবে। এতে দুধ বৃদ্ধি পাবে।

শিশুর ক্রন্দন রোধে কোন কোন শিশু অস্বাভাবিক ক্রন্দন করে থাকে। তখন খুব সতর্কতার সাথে কান্নার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করবে। সাধারণত শিশু পেটে বেদনাজনিত কারণেই বেশী ক্রন্দন করে। কৃমির কারণে পেটে বেদনা হলেও শিশু বেশী কাঁদে।

○ কৃমির আধিক্য আছে বলে মনে হলে নাকে ও গলায় কেরোসিন তেল মালিশ করবে। আল্লাহ্‌র রহমতে শীঘ্র পেট ব্যথা দূর হবে।

○ নিম্নোক্ত দোয়া বিসমিল্লাহ্সহ লেখে শিশুর গলায় বেঁধে দিলে বিশেষ উপকার হবে। আয়াত এই—

بِسْمِ اللّٰهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا لِبَيْتِ سَقْفِنَا كٓهٰيٰعٓصٓ كِفَايَتُنَا حٰمٓعٓسٓقٓ حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ - اِنَّ وَلِىَّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ -

○ ঘুমের মধ্যে শিশু চিৎকার করলে উক্ত তাবিজটি বিশেষ উপকারী।

শিশুর কর্ণ রোগ

○ শিশুর কর্ণ রোগে বয়স্কদের চিকিৎসারই অনুসরণ করবে। অবশ্য প্রয়োগে এবং মাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করবে।

○ কান পাকলে যথাসম্ভব কানে ওষুধ না দিয়ে খাওয়ার ওষুধ দ্বারাই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করবে।

মুখ দিয়ে লালা পড়লে শিশুর মুখ দিয়ে অতিরিক্ত লালা পড়লে সামান্য পরিমাণে 'জাওয়ারেশে মোছতাগী' (হাকিমী ওষুধ) সেবন করাবে। এতে লালা বন্ধ হয়ে যাবে।

মুখে ল্যাচা হলে শিশুর জন্মের পরই জিহ্বা পরীক্ষা করে তাতে ল্যাচা দেখা গেলে মধুর সাথে একটু লবণ মিশিয়ে কিছু সময় জিহ্বায় প্রলেপ দিবে। এতে ল্যাচা দূর হয়ে যাবে।

ছোট কৃমি হলে ○ শিশুর মলদ্বারে ছোট কৃমির বেশী উপদ্রব দেখা গেলে ঝুনা নারিকেলের দুধ বানিয়ে মিছরিসহ সেবন করাবে।

চাকের মোম গলিয়ে সাথে শুষ্ক মেন্দি পাতা পিষে কিছু কিছু মলদ্বারে প্রবেশ করাবে। এতে ছোট কৃমি বের হয়ে যাবে।

শিশুদের রক্ত আমাশয় যদি দীর্ঘ দিন শিশুর রক্ত আমাশয় থাকে তবে অভিজ্ঞ শিশু ডাক্তার বা কোন ভাল চিকিৎসক দ্বারা ব্যবস্থাপত্র নিবে আর নিম্নের তাবিজটি লেখে গলায় বেঁধে দিবে। আল্লাহর রহমতে রক্ত আমাশয় দূর হবে। তাবিজটি এই—

وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَائَكِ হতে بَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত এবং قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَائُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ পর্যন্ত।

শিশু বিছানায় পেশাব করলে অনেক শিশু কিছুটা বড় হলেও বিছানায় পেশাব করে। তার চিকিৎসা নিম্নরূপ ঃ

○ খালি পেটে এক তোলা পরিমাণ পুদিনা পাতার রস একাধারে সাত দিন সেবন করাবে।

○ পিপুল, মরিচ, মধু, চিনি, ছোট এলাচি ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ করে তা জিহ্বা দ্বারা চেটে খেলে শিশুর শয্যামূত্র রোগ আরোগ্য হয়।

শিশুর জ্বর রোগ শিশুর জ্বর রোগ দেখা দিলে বয়স্কদের মতই চিকিৎসা করাবে। অবশ্য ওষুধ প্রয়োগ ও মাত্রা ইত্যাদিতে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

কলেরা রোগের চিকিৎসা

দেশে কলেরা রোগ দেখা দিলে মনে কোনরূপ ভয়ভীতি বা চিন্তার প্রশ্রয় দেবে না; বরং অত্যন্ত সাহস রাখবে। বেশী রাত জাগরণ করবে না। খুব গরম খাদ্য খাবে না। খালি পেটে থাকবে না। খাদ্য-খাদক এবং বাড়িঘর খুব পরিষ্কার রাখবে। কলেরা রোগীর মল-মূত্র বা বমিতে সাথে সাথে ফিনাইল ছিটিয়ে দিবে। মাটির নীচে পোঁতা বা আগুনে পুড়ে ফেলা ভাল।

চিকিৎসা ঃ কলেরা রোগীর জন্য সেলাইন ও ইনজেকশন বর্তমানে খুব কার্যকর ওষুধ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে থাকবে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ নিম্নের তাবিজটি সাথে ধারণ করলে আল্লাহর রহমতে কলেরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে। তাবিজ লেখার পূর্বে দুই চার রাকাত নফল নামায পড়ে নেবে।

ذخومرمر	بهرحوس	حلوله
بهو	وسطوس	ملوحسن
يانس	وطود	دهايادها
وامد	طوس	بلوس
اساده دمند	عرب	باد اخلم تعو

○ নিম্নের তাবিজটি লেখে কোন সুস্থ লোক শরীরে ধারণ করলে কলেরা রোগ হতে মুক্ত থাকবে।

یاعلی ٧٨٦ یاعلی

٧٢٥٥	٧٢٥٣	٧٢٥٦	٧٢٤٣
٧٢٥٥	٧٢٤٤	٧٢٤٩	٧٢٥٤
٧٢٤٥	٧٢٥٨	٧٢٥١	٧٢٤٨
٧٢٥٢	٧٢٤٧	٧٢٤٦	٧٢٥٧

○ এক বোতল পরিষ্কার পানিতে সূরা কদর পাঠ করে দম করবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত পড়ে দম করে সাথে কিছু গরম পানি মিশিয়ে রোগীকে পান করাবে। আয়াত এই— لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ؕ

○ চীনা মাটির বরতনে মেশক জাফরান দ্বারা সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লেখে সেবন করালে ভাল ফল হয়।

○ তেত্রিশ আয়াত পড়ে কলেরা রোগীর দেহে দম করলে রোগের প্রকোপ কমে যায় এবং রোগীর গাঢ় নিদ্রা হয়।

বসন্ত রোগের চিকিৎসা

বসন্ত তিন প্রকার ঃ (ক) জল বসন্ত, (খ) মসুর বসন্ত এবং (গ) চর্মদল বসন্ত। জল বসন্ত তেমন মারাত্মক রোগ নয়। দু'তিন দিন সামান্য জ্বরের পর তা দেখা দেয়। অবশ্য বসন্তের গোটা উঠার আগে মাথা ভার এবং শরীরে কিছু বেদনা হয়। বড় জোর এক সপ্তাহের মধ্যে তা ভাল হয়ে যায়।

মসুর বসন্ত মারাত্মক শ্রেণীর রোগ। সর্বশরীরে তা মসুর ডালের আকারে লাল রং ধরে উঠে। সর্বশরীরে বেদনা থাকে। খুব বেশী জ্বর উঠে। দু'চার দিন পর পাকতে আরম্ভ করে। শরীরের ভিতর এ রোগ গর্তের সৃষ্টি করে। শুকাতে বেশ দেরী হয়। এ জাতীয় বসন্তে অনেক সময় লোক মারা যায়।

চর্মদল বসন্ত আরো ভয়ঙ্কর। বেশী জ্বর হয়ে শরীর ও মাথায় বেদনা দেখা দেয়। অতঃপর খুব বড় বড় একেকটা ফোঁড়ার মত সর্বশরীরে উঠে। উঠার কয়েক দিন পর তা পাকে। পুঁজ বের হবার পর যখন শরীর কিছু শুকিয়ে আসে তখন

শরীরে টান পড়ে, তাতেই অনেক রোগী মারা যায়। এ রোগে শরীরের চামড়া ও মাংস এরূপ পুঁজে পরিণত হয় যে, রোগী বাঁচলেও শরীরে দাগ থেকে যায়।

সেবাযত্ন ও ব্যবস্থাপনা ঃ দেশে বসন্ত রোগ দেখা দিলে কোন গরম খাদ্য-খাদক খাবে না। তেল, বেগুন, গরুর গোশত, খেজুর, আঙ্গীর প্রভৃতি খাবে না। বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং খাদ্যবস্তু সযত্নে আবৃত করে রাখবে।

চিকিৎসা ঃ এ রোগে ওষুধপত্রের চেয়ে রোগীর সেবারই অধিক প্রয়োজন দেখা দেয়।

○ কবিরাজী মতে কিছু তেল আছে, তা দেহে মেখে দিলে উপকার হয়।

○ বসন্তের গোটা যখন উঠতে শুরু করে তখন শরীরে দুধের ছিটা দিলে এবং রোগীকে গরুর দুধ ও কাঁঠাল খাওয়ালে ভাল ফল হয়। এতে আর ভিতরে বা চামড়ার নীচে গোটা থাকে না। নতুবা ক্ষতির আশংকা থাকে এবং দেহের চামড়া পচিয়ে ফেলে।

○ গোলাপ পানি, সুরমা, পিঁয়াজের রস চোখে দিলে চোখ বসন্ত হতে নিরাপদ থাকে।

তদবীরে চিকিৎসা ঃ

○ সকল শ্রেণীর লোক বৈঠকে বসে কোরআন শরীফের সূরা বাকারা উচ্চৈঃস্বরে পড়লে এবং শুনলে আল্লাহর রহমতে শ্রোতারা সকলেই বসন্ত রোগ হতে মুক্ত থাকে। তবে সকলেই তা খালি পেটে পড়বে ও শুনবে।

○ আসহাবে কাহফের নামসমূহ দ্বারা তাবিজ লেখে বাসগৃহের দরজায় বেঁধে দিলে আল্লাহর রহমতে সে ঘরে কারো বসন্ত রোগ হবে না। (আসহাবে কাহফ জরুরী আয়াত ১৩ নং দ্রঃ)

সতর্কতা ঃ কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ। প্লেগ একটি ভয়ানক ব্যাধি এবং সবচেয়ে মারাত্মক। এসব সংক্রামক মহামারী থেকে বাঁচার জন্য বাড়িঘর, আসবাবপত্র ও খাদ্যদ্রব্য অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। ব্যভিচার ও অন্যান্য জঘন্য পাপ কাজ হতে বিরত থাকবে। তওবা করবে এবং আল্লাহর যিকির আযকারে মগ্ন থাকবে।

বেদনা রোগের চিকিৎসা

বেদনা রোগ নানা প্রকার ও নানা কারণে হতে পারে। তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধও নানাভাবে করা যায়।

○ যে কোন রকমের বেদনা হোক. বিশেষতঃ মাথা ও দাঁত বেদনায় একখানি তক্তার উপর বালুকা রেখে উক্ত বালুর উপর বড় অক্ষরে লেখবে اَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّىْ তারপর রোগীর বেদনার জায়গায় হাত রেখে প্রথমে ا এর উপর সজোরে পেরেক মেরে সূরা ফাতেহা পড়বে এবং রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে বেদনা কমেছে কিনা? এভাবে ب. ج. د তথা শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত পেরেক মেরে সূরা ফাতেহা পড়তে থাকবে এবং প্রতিবার জিজ্ঞাসা করবে। আল্লাহর রহমতে শেষ অক্ষর "ى" পর্যন্ত যেতে না যেতেই বেদনা উপশম হবে।

○ যে কোন প্রকার বেদনায় নিম্নের আয়াত বিসমিল্লাহ্সহ তিন বার পড়ে রোগীর বেদনার স্থলে দম করবে বা তেলে দম করে বেদনার স্থলে মালিশ করবে, কিংবা ওযু অবস্থায় লেখে বেদনার স্থলে বেঁধে দিবে। এতে বেদনা উপশম হবে।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا۔

○ জ্বিনের আছর বা অন্য কোন কারণে কোন স্থানে বেদনা হলে একবার সূরা ইখলাস বা নিম্নের আয়াত লেখে ব্যবহার করলে বেদনা আরোগ্য হয়।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا۔

○ পেটের বেদনা, অম্ল বেদনা, শূল বেদনা বা যে কোন বেদনায় এক টুকরা কাগজে সূরা ফাতেহা, অতঃপর আয়াতে শেফা ও নিম্নের আয়াত লেখবে। তারপর সূরা কদর একবার এবং لاَ فِيْهَا غَوْلٌ وَّلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ তিন বার পড়ে বোতলের পানিতে দম করবে। অতঃপর উল্লিখিত কাগজ টুকরা সে পানিতে ভিজিয়ে প্রত্যহ তিন বার সেবন করবে। এতে যে কোন বেদনা আরোগ্য হবে।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاۤءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

○ কোন নাবালেগ ছেলে দ্বারা এক দামে কাগজ খরিদ করিয়ে তাতে উপরোক্ত তাবিজ বা দোয়া লেখে কিছু মিছরিসহ একটি ডাবের পানির মধ্যে পুরে

সে পানি খেয়ে ফেলবে এবং অবশিষ্ট সামান্য পানি বেদনাস্থলে মালিশ করবে। এরূপ সাত সপ্তাহ করলে বেদনার উপশম হবে।

○ সূরা ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চীনা মাটির বরতনে লেখে খাবে এবং কিছু বেদনার স্থলে মালিশ করবে। এতে বেদনা লাঘব হবে।

স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

নিম্নের দোয়াটি প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের আগে পরে তিন বার করে পড়লে বুদ্ধি জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং স্মরণ শক্তি তীক্ষ্ণ হয়। এমনকি এ আমল দ্বারা পবিত্র কোরআন হেফজ করাও সহজ হয়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِىْ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَائِكَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ عَمِّرْ لِسَانِىْ بِذِكْرِكَ وَقَلْبِىْ بِخَشْيَتِكَ وَسِرِّىْ بِطَاعَتِكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

○ নিম্নোক্ত সাত আয়াত সাতটি খোরমায় লেখে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন একটি করে খালি পেটে ভক্ষণ করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

○ - رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا
○ - وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا
○ - هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
○ - رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ
○ - سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسٰى
○ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ
○ - اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

○ ২ নং তদবীরের আয়াতসমূহের তাবিজ গলায় বা ডান হাতে বেঁধে রাখলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

○ প্রত্যহ একখানা বিস্কুটের উপর সূরা ফাতেহা লেখে খাবে। এভাবে চল্লিশ দিন আমল করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

জ্বিন সংক্রান্ত তদবীর

মানুষের মধ্যে যেমন ভাল মন্দ আছে, জ্বিনের মধ্যেও তদ্রূপ আছে। জ্বিন যেহেতু আগুনের তৈরী এবং অদৃশ্যমান, তাই মন্দ জ্বিনরা এ সুযোগে মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

পক্ষান্তরে অনেকে আবার মানুষের নানারূপ রোগ-ব্যাধি দেখেই তা জ্বিনের আছর বা জ্বিনের ক্ষতি বলে ধরে নেয়। যেমন মৃগী, সন্ন্যাস বা নব প্রসূতির নানারূপ লক্ষণ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখেই তাকে জ্বিনের আছর বলে এবং যথাযথ চিকিৎসা না করে জ্বিন তাড়ানোর তদবীর করে। এতে রোগ আরোগ্য হয় না। জ্বিনের তদবীর অত্যন্ত অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা করানো উচিত।

জ্বিন পরীক্ষা ও হাজিরা

প্রকৃতপক্ষে জ্বিনের রোগী কিনা তা বুঝার জন্য রোগী যখন সুস্থ থাকে তখন নিম্নের তাবিজ লেখে রোগীর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয়ের মধ্যে ধরবে। রোগী নির্জনে চার জানু অবস্থায় বসে থাকবে। জ্বিনের রোগী হলে আল্লাহর মর্জি জ্বিন যেখানেই থাকুক এসে হাজির হবে। আসার সাথে সাথেই রোগী বেহুশ হয়ে যাবে। এ তাবীজ দ্বারা দু'টি কাজ হয়। পরীক্ষাও হয় জ্বিনও হাজির করা যায়।

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

○ সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী ও চার قل প্রত্যেকটি সাত বার করে পড়ে রোগীকে একেক বার দম করবে। জ্বিনের রোগী হলে ক্ষেপে উঠবে। তা না হলে কোনরূপ লক্ষণ দেখা যাবে না।

○ নিম্নের তাবিজ লেখে রোগীর মাথার চুলে বেঁধে দিলে জ্বিন হাজির হয়।

الله	موصى شر	فواقدل	الدلوعو	حدلول
الله	عولوشعر	عوهد	عرحاحدحان	فولعر
الله	عولوعر	وارعون	عرهروشد	عون ف ١٢
الله	عوا١٤١و٢	عون شر	عوحا٢	فواعون

জ্বিন আটক করা

○ পাঁচ হাত কাইতন পাকিয়ে দ্বিগুণ করবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত ২৫ বার পড়ে পঁচিশটি গিরা দিবে এবং চুপে চুপে খুব তাড়াতাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে পড়া কাইতন শক্ত করে বেঁধে দিবে।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .

অতঃপর নিম্নের আয়াত পড়ে একখানা রুমাল দিয়ে ঐ বন্ধন ঢেকে দিবে যেন রোগী বন্ধন স্পর্শ করতে না পারে। এতে জ্বিন আর কোন মতেই পালাতে পারবে না।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .

○ জ্বিন রোগীর শরীরে প্রবেশ করলে একটি চাকুর উপর তিন বার নিম্নের দোয়া পড়ে দম করবে এবং তা দ্বারা মাটিতে একটি গোল দাগ দিলে জ্বিন আর পলায়ন করতে পারবে না। দোয়াটি এই—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كرد باكرد هزار هزار حصار باد محمد رسول الله كردار حصار بستم فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ .

○ জ্বিন হঠাৎ হাজির হলে যদি তাড়াতাড়ি চাকু বা ছুরি পাওয়া না যায় তবে তিন বার أَفَحَسِبْتُمْ শেষ পর্যন্ত পড়ে (উন্মাদ রোগ দ্রঃ) রোগীর বাম হাতের বাজু সজোরে চেপে ধরবে এবং নিয়ত করবে, আমি তাকে ধরেছি। আল্লাহর মর্জি এতে জ্বিন আর ছুটতে পারবে না।

○ অবাধ্য জ্বিন জোরাজুরি করতে চাইলে আমলকারী সূরা জ্বিনের প্রথম হতে شَطَطًا পর্যন্ত তিন বার পড়ে রোগীর দু'হাতের কব্জি চেপে ধরবে এবং শাহাদাত আঙ্গুল ঘুরিয়ে ঐ কব্জিতে দায়েরা দিবে। দু'পায়ের টাখনুতেও এরূপ করবে। এতে জ্বিনের শক্তি রহিত হবে এবং যে ভাবে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারবে।

জ্বিন তাড়ানোর পদ্ধতি

আমলকারী বিচক্ষণ হলে প্রথমেই জ্বিনকে শাস্তির ব্যবস্থা না করে সহজভাবে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। আর তা সম্ভব না হলে জ্বিন হাজির করে তার আত্মীয় স্বজন ও সরদারের নিকট সোপর্দ করে দেবে এবং অঙ্গীকার নিবে যেন আর রোগীকে আক্রমণ না করে। এরূপ না করে সরাসরি শাস্তি দিলে শেষে বহু জ্বিন একত্রিত হয়ে হামলা চালালে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

○ বিনা পরীক্ষায় বা পরীক্ষায় জ্বিন সাব্যস্ত হলে প্রথমে তাকে অঙ্গীকার করে যেতে বলবে। এতে চলে গেলে বড়ই নিরাপদ।

○ সহজে চলে না গেলে এক বোতল পানিতে সূরা জ্বিনের প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত رَهَقًا পর্যন্ত পড়ে দম দিয়ে সে পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর চোখে মুখে মারবে। এতে রোগী স্বেচ্ছায় চক্ষু বন্ধ করে আঙ্গুল দ্বারা কোন দিকে ইশারা করবে। নতুবা আবারও সজোরে পানি মারতে থাকবে। তারপর সে হয়তো ইশারা করবে অথবা মুখে বলবে– ঐ দিকে গেল, তখন সে দিকে আরো কিছু পানি মারলে জ্বিন যদি ভাল হয়, তবে আর আসবে না।

○ আর যদি জ্বিন অসৎ হয় এবং পুনরায় আক্রমণ করে তবে আসহাবে কাহফ অথবা নিম্নের নকশার তাবিজ লেখে রোগীর চোখের সামনে ধরবে। হয়তো সে দেখতে চাইবে না, তখন জোর করে চোখ খুলে তাবিজ দেখাবে। এতে জ্বিন ছেড়ে যাবে। অতঃপর তাবিজটি মাদুলিতে ভরে রোগীর গলায় বেঁধে দিবে। (আসহাবে কাহফের নাম, জরুরী আয়াত ১৩ নং দ্রঃ)

٨٧٦

٨	٦	٤	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٦

○ চেহেল কাফ তিন বার পড়ে সরিষার তেলে দম করতঃ রোগীর উভয় কানে ও চোখে দিলে জ্বিন অস্থির হয়ে চিৎকার শুরু করবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে রোগীকে ছেড়ে চলে যাবে। (চেহেল কাফ জরুরী আয়াত ১৪ নং দ্রঃ)

○ ছুরি বা লোহা দ্বারা রোগীর নিকট শয়তানের দু'একটি কাল্পনিক মূর্তি আঁকবে এবং কনিষ্ঠা আঙ্গুল পরিমাণ মোটা দেড় হাত লম্বা একটি ডালিমের ডালে নিম্নের তাবিজটি লেখে সে ডাল দিয়ে মূর্তির উপর প্রহার করলে জ্বিন চিৎকার করবে এবং যা জিজ্ঞাসা করবে তার উত্তর দিবে। এভাবে কিছুক্ষণ আমল করতে থাকলে জ্বিন রোগী ছেড়ে পলায়ন করবে।

مهر سمعنا عليهم لاه لاه يعب طظعوش شيلطيلوش
بهكعهعلاح حجج حجج سيطج قطيعها سيقطها عمليح
سقطبح صمهم. بكهل كمهليط لسليعا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ
رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تَوَكَّلْ يَامَنْ بِسِيَاطِ عَدُوِّ
اللّٰهِ هٰذَا.

○ বিসমিল্লাহসহ আয়াতুল কুরসী এবং নিম্নের আয়াত সাত বার করে লেখে ধুয়ে রোগীকে খাওয়ালে জ্বিন ছেড়ে চলে যায়।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ.

○ জ্বিনের রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা ফাতেহা, ফালাক, নাস ও সূরা তারেক একবার অতঃপর আয়াতুল কুরসী ও সূরা হাশরের শেষ চার আয়াত পড়ে ফুঁক দিবে। এতে জ্বিন জ্বলে যাবে।

○ জ্বিনগ্রস্ত রোগীর কানে জোরে জোরে اَفَحَسِبْتُمْ আয়াত خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ পর্যন্ত পড়ে (উন্মাদ রোগ দ্রঃ) ফুঁক দিলে জ্বিনের খুব কষ্ট হতে পারে। রোগীর কাছে বসেও এ আয়াত পাঠ করলে জ্বিনের গাত্রদাহ শুরু হয়। জ্বিনেরা এ আয়াতকে খুব ভয় করে।

○ পূর্ণ সূরা জ্বিন ৭ বার পড়ে পানিতে দম করে পানি রোগীর মুখে ছিটিয়ে দিলে সে কথা শুনতে বাধ্য হবে।

○ ৩৩ আয়াত পড়ে রোগীকে দম করলে জ্বিন পলায়ন করবে। পানিতে পড়ে ছিটিয়ে দিলে তথায় জ্বিন ও শয়তান থাকতে পারে না। (৩৩ আয়াত পরে দেখুন)

○ জ্বিন রোগীর শরীরে ঢুকলে চোখ বন্ধ হয়ে যায় এবং খোলা বড়ই মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু পুরাতন রোগী হলে চক্ষু বন্ধ নাও হতে পারে। যখন বুঝবে জ্বিন শরীরের ভিতর ঢুকেছে, তখন নিম্নের তাবিজটি ৩ খন্ড কাগজে লেখে পৃথকভাবে

বাদাম কিংবা সরিষার তেলে ভিজিয়ে পোড়াবে এবং উক্ত ধোঁয়া রোগীর নাক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করাবে। তখন জ্বিন চিৎকার করে উঠবে এবং ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে।

তাবিজটি এই–

فرعون بى عون هامان شرمسارعادنمرود ابليس كُلُّهُمْ فِى النَّارِجَحِيْمٍ جَهَنَّمَ سَعِيْرٍ سَقَرْلَظٰى حُطَمَةَ هَاوِيَةٍ دُوْزَخُ اَشْمَرِ -

٨١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١١		
٢٥٦١	١٢	١	٧	١٢٥٦٠		
٣١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١٦		
٢٥٥٨	١	٥	١	٤	١	٢٥٦٣

○ নিম্নের তাবিজটি তিন খণ্ড কাগজে লেখে পৃথকভাবে তুলা বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে পলিতা বানাবে এবং আগুনে লাগিয়ে ধোঁ রোগীর নাকে লাগাবে। একদিন পর পর জ্বালাবে। এতে জ্বিন দূর হয়।

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

○ তিন হাত লম্বা, দুহাত চওড়া সাদা পাক কাপড় দিয়ে লম্বাতে পাঁচটি পলিতা বানাবে এবং প্রত্যেক পলিতার উপর তিন বার করে নিম্নের দোয়া পাঠ করে সজোরে দম করবে। অতঃপর সরিষার তেলে মেখে পলিতা জ্বালিয়ে রোগীর নাকে ধোঁয়া দিবে। এতে জ্বিন কঠিন শাস্তি পেয়ে পালাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّمَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاۤءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

○ উপরের যে কোন আমল দ্বারা যদি জ্বিনকে বশ বা জব্দ করা না যায়, তবে নিম্নের তাবিজটি কাগজে লেখে কাগজটি লম্বা ভাঁজ করে বাদাম তেলে মেখে তা

হাতে না ধরে লোহার দস্তানা দ্বারা ধরে রোগীর নাক বরাবর অর্ধ হাত নীচে রেখে আগুনে জ্বালাবে। এভাবে যতটি তাবিজ পোড়াবে ততটি জ্বিন জ্বলে যাবে।

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كُلُّهُمْ فِى النَّارِ وَاِخْوَانُهُمْ وَاَحْبَابُهُمْ -

○ জ্বিন অবাধ্য হলে কিংবা কাউকে ডাকতে বলায় না ডাকলে সূরা জ্বিন সম্পূর্ণ পড়ে পানিতে দম করে ঐ পানি সজোরে রোগীর চোখে মুখে মারবে, তখন সে বাধ্য হয়ে যাবে।

○ নিম্নের আয়াত ৩ বার পড়ে দেড় হাত লম্বা ডালিম গাছের ডালে ফুঁক দিয়ে তা দ্বারা রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন পিটালে জ্বিন পলায়ন করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ -

○ জ্বিন রোগীর বা অন্য কারো হাত ভেঙ্গে ফেললে সূরা জ্বিন সম্পূর্ণ পড়ে পানিতে দম করবে এবং সে পানি দ্বারা হাত ধুয়ে দেবে এবং পানি পান করাবে।

○ জ্বিন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করলে একবার আয়াতুল কুরসী ও সূরা সাফফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত (জরুরী আয়াত দ্রঃ) পড়ে চক্ষুতে দম দিবে। এভাবে পড়ে পানিতে দম করে রোগীকে পান করাবে এবং চক্ষু ধৌত করাবে। শ্বেত চন্দন ঘষে চক্ষুর চার পাশে প্রলেপ দিবে।

○ জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বিন রোগীকে ভয় দেখালে রোগীকে বন্ধের ভিতর রাখবে।

বন্ধের নিয়ম এই ঃ কোন লোক দিয়ে সূরা ইয়াসীন, সূরা সাফফাত, সূরা ইউনুস, সূরা জ্বিন এবং اَفَحَسِبْتُمْ হতে শেষ পর্যন্ত আয়াত পড়াতে থাকবে। আমলকারী তিন হাত লম্বা ৪০ লাল সুতায় ৪০টি গিরা দিবে। গিরা দেয়ার সময় নিম্নোক্ত আয়াত পড়ে দম করবে। অতঃপর তা পাকিয়ে রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا -

○ জ্বিনের রোগী অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হলে নিম্নের তাবিজটি তার গলায় বেঁধে দিবে।

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

میکائیل ع ٧٨٦ جبرائیل ع

١٦	١٩	٢٢	[illegible]
٢١	١٥	٥	٢٥
١١	٢٤	١٧	١٤
١٧	١٣	١٢	٢٢

عزرائیل ع اخر محمد صلى الله عليه وسلم اسرافیل ع

١١ح ١١١ح ٢١ ـ ١١٥١٥٢٧

○ রোগী যখনই জ্বিন দেখতে পাবে, তখনই পড়বে اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ এতে দুষ্ট জ্বিন তৎক্ষণাৎ পলায়ন করবে।

○ নিম্নের তাবিজটি লেখে রোগীর গলায় বেঁধে দিলে তার শরীর বন্ধ হয়ে যাবে। জ্বিন, যাদু বা অন্য কিছুই তার শরীরে তাছির করতে পারবে না।

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

٥١١١١ ▭ ١١١

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

○ বিসমিল্লাহসহ নিম্নের তাবিজটি লেখে ছোট শিশুর গলায় বেঁধে দিলে জ্বিনের আছর হতে নিরাপদ থাকবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَعَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

○ জ্বিন তাড়াবার পর নিম্নোক্ত তাবিজটি রোগীর গলায় বেঁধে দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	٥١

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

١١١٥ ک ١١ ١١ک

○ একটি বড় তামার মাদুলি নিয়ে প্রথমে সূরা জ্বিন একবার পড়ে তাতে দম করবে। অতঃপর ১২টি তামার মাদুলি নিবে। প্রত্যেকটির উপর সূরা জ্বিন পড়ে দম বড় তামার মাদুলিতে ভরে রোগীর গলায় বাঁধবে।

বাড়ী বন্ধকরণ ও তার নিয়ম

যখন তাবিজ তদবীর দ্বারাও কোনরূপ কার্য উদ্ধার হয় না, তখন রোগীকে বন্ধের তাবীজ ব্যবহার করতে দিবে। সাথে সাথে রোগীর বাড়ীও বন্ধ করতে হবে।

বাড়ী বন্ধ করণের নিয়ম ঃ আট দশ আঙ্গুল পরিমাণ চারটি ডানিস বা তারকাঁটার লোহা নিবে। প্রত্যেকটির উপর নিম্নের আয়াত ২৫ বার করে পড়ে ফুঁক দেবে। আয়াত এই–

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۔

অতঃপর চারটি অল্প পোড়া বা কাঁচা মাটির ঢাকনা (সরা) নিবে।

প্রথম সরার ভিতর দিকে বিসমিল্লাহসহ নিম্নের দোয়া লেখবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ جِبْرَائِيْلَ عَنْ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ ۔

দ্বিতীয় সরাতে লেখবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ مِيْكَائِيْلَ عَنْ لَهٗ مَا سَكَنَ فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

তৃতীয় সরাতে লেখবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ اِسْرَافِيْلَ عَنْ قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۔

চতুর্থ সরাতে লেখবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلِّمْ عَزْرَائِيْلَ عَنْ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

অতঃপর চারটি মাটির পাতিল নিয়ে তার মধ্যে তারকাঁটা চারটি রেখে পাতিলের মুখে ঐ লিখিত সরা চারটি দিয়ে রাখবে এবং চার জন আলেম দ্বারা বাড়ীর চার কোণে চারটি গর্ত খুদে তার মধ্যে গেড়ে রাখবে। (পাতিলের পরিবর্তে বোতলও ব্যবহার করা যায়।)

সূরা ইয়াসীন, সূরা জ্বিন, সূরা মুজ্জাম্মিল একবার করে পড়বে। অতঃপর এক জগ পানিতে ৩৩ আয়াত পড়ে দম করবে এবং সাথে পরিমাণ মত পানি মিশিয়ে বাড়ীর চারদিকে ও অভ্যন্তরের সব স্থানে ছিটাবে।

পানি ছিটানো ও আযান দেয়া এক সাথে আরম্ভ করবে এবং পাতিলগুলো গর্তের মধ্যে বিসমিল্লাহ ও আয়াতুল কুরসী পড়ে রাখবে।

উল্লেখ্য, যত জায়গা বন্ধ করবে তার মধ্যে এক বিঘত জায়গায়ও যেন পানি ছিটানো বাকী না থাকে। এরপর আলেম সাহেব বন্ধের ভিতর বসে মনোযোগ সহকারে একবার দোয়ায়ে হেজবুল বাহার পড়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন। রোগীকে বেশ কিছু দিন এই বন্ধের মধ্যে অবস্থান করতে হবে।

রোগী যে ঘরে রয়েছে সে ঘর অনুযায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নকশা অঙ্কন করবে। অর্থাৎ ঘরটি গোল হলে নকশাও গোল হবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত একবার পড়ে নকশার মধ্যে ফুঁক দিবে।

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُوْنَ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ وَقَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَاضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا اِنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

অতঃপর সম্ভব হলে সূরা জ্বিন, সূরা ইউনুস, সূরা ইয়াসীন, আয়াতুল কুরসী একবার করে পড়বে। শুধু يس শব্দ সাত বার, শুধু طه শব্দ সাত বার, শুধু كهيعص শব্দ সাত বার, حم শব্দ সাত বার পড়ে ফুঁক দিবে।

যাদুক্রিয়া নষ্ট করার তদবীর

অনেক জ্বিন বা মানুষের মাধ্যমে যাদু করা হয়। ফলে আমলকারীর আমলও কার্যকর হয় না। যাদুর ক্রিয়া দূর করার জন্য নিম্নের আয়াতসমূহ এবং একটু আগে উল্লেখ করা নকশার উপর ফুঁক দেয়ার আয়াতসমূহ পাঠ করে পানি কিংবা মাটিতে দম করে তা রোগীর চার দিকে ছড়িয়ে দিবে। কিছুটা রোগীর গায়েও দিবে।

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.

এরপর فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ হতে اِنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ পর্যন্ত।

তারপর পড়বে بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ শেষ পর্যন্ত।

উপরোক্ত আয়াতগুলো মাটির পাতিলে স্রোতের পানি নিয়ে পড়বে এবং রোগীকে সাত দিন পর্যন্ত সে পানি দিয়ে গোসল করাবে। গোসল করানো সম্ভব না হলে অন্ততঃ হাত মুখ ধুইয়ে কিছু পানি পান করাবে। এতে যাবতীয় যাদুক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ পানি বাড়ী–ঘরে ছিটিয়ে দিলে মাটির নীচে দাফনকৃত যাদুর ক্রিয়া দূর হয়ে যায়।

○ কারো বাড়ীতে কেউ যাদুর জিনিস পুঁতে রাখলে সূরা শোয়ারা সম্পূর্ণ লেখে একটা সাদা মোরগের গলায় বেঁধে দিলে যাদুর স্থানে গিয়ে সে আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান খুঁড়তে আরম্ভ করবে। তখন নিজেরা তা উঠিয়ে পূর্বোক্ত আয়াত পড়ে দম করবে এবং পুড়িয়ে পানিতে ফেলে দিবে।

○ যাদু গাঢ়ভাবে আছর করে ফেললে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ। পাঁচ বার কাগজে লেখে বাম হাতের বাজুতে বেঁধে দিবে।

○ যাদুক্রিয়া নষ্ট করতে অন্য কোন তদবীর কার্যকর না হলেও নিম্নের তদবীর আল্লাহ পাকের রহমতে অবশ্যই ফলদায়ক হবে। তদবীর এই– মেশক জাফরানের কালি দ্বারা নিম্নের দোয়া চীনা মাটির বরতনে লেখে সাত দিন ধুয়ে খাবে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَعَظْمَةُ اللّٰهِ وَبُرْهَانُ اللّٰهِ وَصُنْعُ اللّٰهِ وَبَطْشُ اللّٰهِ وَكِبْرِيَاءُ اللّٰهِ وَجَلَالُ اللّٰهِ وَكَمَالُ اللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جَلْبُوْسُ مَلْبُوْسُ مَنْطُوْسُ وَمَلْتَوْمَانِسُ النَّارِ وَمَا ذَرْنَا دَرْنَا اَخْنُوْسُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ.

○ যাদুর দ্বারা অনেক সময় তাবিজের ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলা হয়। কিন্তু নিম্নের তদবীর করা হলে তা নষ্ট করতে পারবে না। তা এই– খাঁটি রূপার একটি আংটি তৈরী করে নিবে। শেষ রাতে (বৃহস্পতিবার হলে ভাল হয়) ওযু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আংটির মিনার উপর আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ লেখবে। মিনা ছোট হলে ٧٨٦ (অংক) লেখবে। অতঃপর সূরা ইয়াসীন সাত বার, সূরা ছাফফাত দুই বার, اَفَحَسِبْتُمْ শেষ পর্যন্ত ৭ বার, আয়াতুল কুরসী ১০ বার পড়ে সে মিনার উপর দম করবে। অতঃপর ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়ে রঙ্গিন করে নিবে। এরূপ আংটি হাতে থাকলে মানুষ ও জ্বিনের কোন প্রকার যাদু চলবে না। এ তদবীর বহুল পরীক্ষিত।

শরীর বন্ধ করার নিয়ম

○ এশার নামাযের বাদে তিন বার আয়াতুল কুরসী পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে দু'হাত একত্র করতঃ পর পর তিন বার হাত তালি দেবে। এতে ইনশাআল্লাহ নিজের শরীর বন্ধ হয়ে যাবে।

○ তিন বার আয়াতুল কুরসী পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে ঐ হাতদ্বয় মাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে দু'হাতে পর পর তিন বার তালি বাজাবে। এতে শরীর বন্ধ হবে।

○ তিন বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে উভয় হাতে দম করবে এবং প্রথম বার তা পাঠ করে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা হতে পা পর্যন্ত মুছে নেবে। মুছতে মুছতে পড়বে–

يَاحَكِيْمُ يَاكَرِيْمُ ـ يَاحَافِظُ يَاحَفِيْظُ ـ يَانَاصِرُ ـ يَانَصِيْرُ ـ يَارَقِيْبُ ـ يَا وَكِيْلُ ـ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ بِحَقِّ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ ـ

দ্বিতীয় বারও অনুরূপ মোছার সময় কালেমার প্রথম অংশ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আর তৃতীয় বার মোছার সময় কালেমার দ্বিতীয়াংশ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পড়তে থাকবে। এভাবে সারা শরীর মুছে তিন বার দু'হাতে তালি বাজাবে।

অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদের জন্য

○ একটি নতুন মাটির পাতিল ঢাকনাসহ সামনে রেখে সূরা ইয়াসীন সম্পূর্ণ পাঠ করবে এবং প্রত্যেক মুবীন পর্যন্ত পড়ে ঢাকনা উঠিয়ে পাতিলের ভিতর দম করবে। এ সময় মনে মনে অবৈধ প্রণয়কারীর নাম উচ্চারণ করবে। অতঃপর কোন কৌশলে পাতিলটি অবৈধ প্রণয়কারীদের মাঝখানে নিয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে ফেলবে।

○ উভয় ব্যক্তির নতুন বা পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রের দু'টি টুকরা সংগ্রহ করতঃ বিজোড় সংখ্যায় কয়েক বার নিম্নোক্ত আয়াত ও দোয়া পাঠ করে উক্ত কাপড়ের টুকরায় দম করবে। তারপর উভয় টুকরায় তা লেখবে। অতঃপর টুকরা দুটি পৃথকভাবে ভাঁজ করে দুটি পুরাতন কবরের মাঝখানে পৃথক পৃথকভাবে মাটিতে গাড়বে। কিন্তু কবরদ্বয়ের লোক যেন প্রণয়নকারীদের আপন বা পরিচিত লোক না হয়।

আয়াত এই–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ [illegible] ـنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ [illegible] ـلّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ـ

দোয়া এই–

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اَمْحُ الزِّنَا وَالزَّيْغَ مِنْ قَلْبِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَاِنَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يَشَاءُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উল্লেখ্য, فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ -এর স্থানে পুরুষের নাম ও তার পিতার নাম এবং নারীর নাম ও তার মাতার নাম লেখবে।

পরমুখী আসক্ত স্বামী বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার উপায়

স্বভাব নষ্ট লোকটি যখন নিদ্রা যাবে, তখন তার প্রতিপক্ষ ব্যক্তি ঘুমন্ত ব্যক্তির শিয়রে বসে يَاوَلِيُّ "ইয়া ওয়ালিয়্যু" চুপে চুপে এক হাজার বার পাঠ করবে। প্রতি একশ' বার পাঠ করার পর ললাটে এক বার দম করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে উদ্দেশ্য সফল হবে।

হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার উপায়

○ কোন জিনিস হারিয়ে গেলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে তা তালাশ করলে আল্লাহ পাকের রহমতে ফেরত পাওয়া যাবে।

আয়াত এই–

اَللّٰهُمَّ جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ مَتَاعِهٖ فُلَانٌ شَىْءٌ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادِ ـ

○ একটি কদুর পুরাতন খোলের উপরিভাগে বৃত্ত করে তার মধ্যে গোলাকার করে নিম্নের আয়াত এবং বৃত্তের বাইরে হারানো দ্রব্যের নাম ও তার মালিকের নাম লেখবে। অতঃপর কদুর খোলটি সাদা পুরাতন কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে জনহীন জঙ্গলে মাটির নীচে গেড়ে রাখবে। আল্লাহ পাকের রহমতে মাল ফেরত পাওয়া যাবে।

আয়াত এই–

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَالْهُدٰى وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

চোর ডাকাত হতে ঘর নিরাপদ রাখার উপায়

ঘরের মালিক রাতে নিদ্রা যাবার পূর্বে পাক পবিত্র অবস্থায় ঘরের চার কোণে গিয়ে তিন বার করে দরূদ শরীফ ও তেত্রিশ বার নিম্নের দোয়া পাঠ করে ঘরের মধ্যে আসবে। অতঃপর বিছানায় শুয়ে সাত বার পড়ে আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে নিদ্রা যাবে। এতে শত চেষ্টায়ও কোন চোর ডাকাত ঐ ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না।

আয়াত এই-

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ -

চোর চেনার বিশেষ তদবীর

কারো কোন কিছু চুরি হয়ে গেলে, যে কোন রাতে এশার নামাযের বাদে দু'রাকয়াত নফল নামায পড়ে يَا خَبِيْرُ اَخْبِرْنِىْ দোয়াটি একশবার পড়ে মেশক জাফরান কালি দ্বারা নিম্নের তাবিজ লেখে নিজের বালিশের নীচে রাখবে এবং পাক পরিষ্কার বিছানায় ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে নিদ্রাযোগে চোরের পরিচয় পাওয়া যাবে বা তার সাথে সাক্ষাৎ মিলবে। তাবিজ এই-

١٦	واحد	حبيب	ط
طيب	ى	حوا	درده
هو	٢٤	١٧	وهاب
حى	احد	واجب	طيب

চোর-ডাকাত পলায়ন বন্ধের উপায়

○ চোর-ডাকাতের চুরি ডাকাতি কালে ঘরের মালিক জেগে উঠে নিম্নের আয়াত মনে মনে দশ বার পড়ে দু'হাতে একটি তালি দিলে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তারা পালাতে পারবে না।

আয়াত এই-

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ -

○ সূরা ওয়াদ্দোহা গোল আকারে কাগজে লেখে ঘরে ঝুলিয়ে রাখবে। যেখানে চুরি হয়েছে সেখানকার কোন গাছের সাথে ঝুলিয়ে বা বাঁশ পুঁতে তার মাথায় লটকিয়ে দিবে। এতে ইনশাআল্লাহ মাল ফেরত পাবে।

○ ঘুমাবার সময় একবার আয়াতুল কুরসী পড়ে ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি নিজের মাথার চার দিকে ঘুরাবে এবং এতে বাড়ী বা ঘর বন্ধের নিয়ত করবে। আল্লাহ পাকের রহমতে ঐ বাড়ীতে চোর ঢুকতে পারবে না।

পলাতক ব্যক্তিকে হাজির করার তদবীর

পলাতক ব্যক্তিকে হাজির করার জন্য নিম্নোক্ত তদবীর ফলদায়ক। সূরা ফাতেহাসহ নিম্নের আয়াতগুলো এক খণ্ড কাগজে লেখে তা এক টুকরা কাপড় দ্বারা আবৃত করবে। তারপর দুখানা পাথরের মধ্যস্থলে রেখে অন্ধকারে কোন নির্জন কক্ষে চাপা দেয়া অবস্থায় রেখে দেবে। পুরুষ হলে শেষ বারে তার নাম ও পিতার নাম আর নারী হলে তার নাম ও মাতার নাম লেখবে।

আয়াতগুলো এই-

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ - اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ . يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اَنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ

عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَامَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُمَّ يَا هَادِىَ الضَّالِّ يَارَادَّ الضَّالَّةِ اُرْدُدْ عَلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ/ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةٍ ـ

তেত্রিশ আয়াত এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ـ اٰمِيْنَ ـ (فَاتِحَه)

الٓمٓ ـ ذَالِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّارَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ(اَلْبَقَرَة)

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ـ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَانَوْمٌ ط لَهٗ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَايُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ

الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا ـ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوْتِ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ـ اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ (اَلْبَقَرَة)

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ ـ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ط فَيَغْفِرُلِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ـ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ـ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ـ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا ـ رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ط رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ وَاعْفُ عَنَّا قف وَاغْفِرْ لَنَا قف وَارْحَمْنَا قف اَنْتَ مَوْلٰنَا ط فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ (اَلْبَقَرَة)

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ (اٰلِ عِمْرَانَ)

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ

حَثِيْثًا ـ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ـ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ـ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ (الاعراف)

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ـ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ (المؤمنون)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ـ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ (الصّٰفّٰت)

অতঃপর সূরা হাশরের ৩ আয়াত– هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ হতে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ পর্যন্ত, তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস। তারপর–

اِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (الجن)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

উদ্দেশ্য সফলের তদবীর

নিম্নোলিখিত নকশাটি একাধারে দুই দিন লিখে চব্বিশটি আটার গুলির মধ্যে ঢুকায়ে নদীতে ফেললে যে কোন উদ্দেশ্য সফল হবে। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

অভাব অনটন দূর করার তদবীর

নিম্নোলিখিত নকশাটি লিখে সাথে রাখলে অতি তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়. অভাব অনটন দূর হয়ে স্বচ্ছলতা আসে। প্রচুর পরিমাণে ধন আসে। শত্রু বন্ধু মিলে যায়। কোন রাজা বাদশাহর নিকট গেলে তাকে খুব সম্মান করবে। রোগ আরোগ্য হয়। যাবতীয় বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

নকশা এই ঃ

٧٨٦

١٩٦	١٩٩	٢٠٢	١٨٩
٢٠١	١٩٠	١٩٥	٢٠٠
١٩١	٢٠٤	١٩٧	١٩٤
١٩٨	١٩٣	١٩٢	٢٠٣

রুজী বৃদ্ধির তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি অভাবে পড়ে দারুন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তাহলে সে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিসমিল্লাহ্ লিখে এগার দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সতশত সত্তর বার বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করবে এবং প্রত্যহ বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠের আগে ও পরে এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে তাহলে তাকে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন গায়েব হতে খাদ্য দান করবেন। যে কেউ যদি উক্ত আমল করে তা হলে কখনও কারো মোখাপেক্ষি হতে হবে না।

রুজীতে বরকত লাভের তদবীর

যদি কেউ প্রচুর রুজী উপার্জন করা সত্যেও তাতে কোন বরকত না পায়, অথবা সামান্য রুজীর কারণে অভাব অনটন লেগেই থাকে তাহলে সে ব্যক্তি প্রত্যহ রাতের বেলা আকাশের চাঁদ দেখে সূরা ফাতেহা এক হাজার বার পাঠ করে নিম্নোলিখিত দোয়াটি চল্লিশবার পাঠ করে আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে তার উদ্দেশ্য সফলের জন্য দোয়া করবে তাহলে তার রুজীর মধ্যে বরকত হবে এবং রুজী বৃদ্ধি পাবে।

দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ *

তারপর বিশ বার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ط قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا *

ঋণ পরিশোধ করার তদবীর

প্রত্যি শুক্রবার দিন জুমায়ার নামায আদায় করার পর সত্তর বার নিম্নোলিখিত দোয়াটি পাঠ করলে অতি সহজে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

রুজী বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের অন্য তদবীর

প্রত্যহ ফজর নামায আদায় করার পর নিম্নোলিখিত দোয়া একশত বাত পাঠ করলে তার রুজী বৃদ্ধি পাবে এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই ঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ *

অভাব অনটন দূর করার আমল

শেখ ফরীদুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আমি হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর নিকট আমার অভাব অনটন ও রুজী রোজগারের সঙ্কীর্ণতার কথা জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি প্রত্যহ নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিও।

يَا دَائِمَ الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ يَاذَالْجَلَالِ وَالْجُوْدِ وَالْعَطَاءِ يَاوَدُوْدُ يَاذَالْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ـ

যে ব্যক্তি সদা সর্বদা এ দোয়াটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি তার রুজী রোজগারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভুত উন্নতি লাভ করবে।

রুজীতে বরকত শত্রুর অনিষ্টতা ও যাদু নষ্ট করার তদবীর

কোরআন পাকের حروف مقطعات (হরূফে মুকাত্তায়াত) কাগজে অথবা রূপার পাতে লিখে সাথে ধারণ করলে রুজীর মধ্যে বরকত হয় এবং শত্রু দমন হয়, মুখদোষ ও যাদুক্রিয়া নষ্ট হয়। হরূফে মুকাত্তায়াত নিম্নোরূপ ঃ

ইজ্জত ও সম্মান লাভ অত্যাচার হতে নিরাপদে থাকার তদবীর

নিম্নের হরূফে মুকাত্তায়াত রজব চাঁদের প্রথম বৃহস্পতিবার রূপার পাতে খুদাই করে বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর ব্যবহার করলে ইজ্জত ও সম্মান লাভ হয় এবং জালেমের অত্যাচার হতে নিরাপদে থাকা যায়।

হরূফে মুকাত্তায়াত নিম্নোরূপ ঃ

الٓمٓ ـ الٓمٓ ـ الٓمٓصٓ ـ الٓمٓرٰ ـ كٓهٰيٰعٓصٓ ـ طٰهٰ ـ طٰسٓمٓ ـ طٰسٓ ـ

يٰسٓ ـ صٓ ـ حٰمٓ ـ حٰمٓ ـ عٓسٓقٓ ـ قٓ ـ نٓ * ـ

মুশকিল আছানের তদবীর

হরূপে মুকাত্তায়াতের নকশা মেশক জাফরানের কালি দ্বারা লিখে সাথে রাখলে যাবতীয় উদ্দেশ্য সফল এবং মুশকিল আছান হয় ও সর্বত্র মান-সম্মান লাভ হয়। নকশাটি এই ঃ

٧٨٦

٧١٢	٧١٥	٧١٨	٧٠٥
٧٠٧	٧٠٦	٧١١	٧١٦
٧٠٧	٧٣٠	٧١٣	٧١٠
٧١٤	٧٠٩	٧٠٨	٧١٩

জালেমের জুলুম হতে রক্ষার তদবীর

নিম্নোলিখিত নকশাটি মেশক জাফরান কালি দ্বারা লিখে তাবীজ বানায়ে সাথে রাখলে জালেমের জুলুম দমন হয়ে যাবে এবং চিন্তা দূর হয়ে যাবে। নকশাটি এই ঃ

٩٠٠٠٤	٩٠٠٠٧	٩٠٠٦١	٩٠٠٤٧

দোয়াটি পাঠ করলে অতি সহজে ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ

সমাপ্ত

আমার ফেজবুক পেজ
তন্ত্র মন্ত্র যাদু বিদ্যা শিখুন বান বশিকরণ করুন ব্লাক ম্যাজিক সম্রাট
এই নাম লিখে ফেজবুকে সার্চ
দিন।

আদি ও আসল

লজ্জাতুন্নেছা

তাবিজের কিতাব

আমাদের প্রকাশিত তাবিজাত/আমালিয়াতের বইসমূহ

- তাজ সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- নকশে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- হেরযে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- আজায়েবে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় সাইজ)
- আদি ও আসল তেলেছমাতে সোলেমানী তাবিজের কিতাব (বড় ও ছোট সাইজ)
- আসল তাজ সোলেমানী তাবিজের কিতাব
- আদি ও আসল [illegible] যাদু মিশরীয় কারামতসহ
- আদি ও আসল [illegible] তাবিজের কিতাব বা এলাজে লোকমানী
- ছহি [illegible] কিতাব বা লোকমানী চিকিৎসা
- সোলে[illegible]
- আমল [illegible] তাবিজাত
- আদি ও আসল বড় ছায়েত নামা তাবিজের কিতাব
- হাকিমী চিকিৎসা ও তাবিজাত
- আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব বা আমালিয়াত (বড় সাইজ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

সোলেমানীয়া বুক হাউস ▢ ঢাকা

দেওয়ান বুক ডিপো